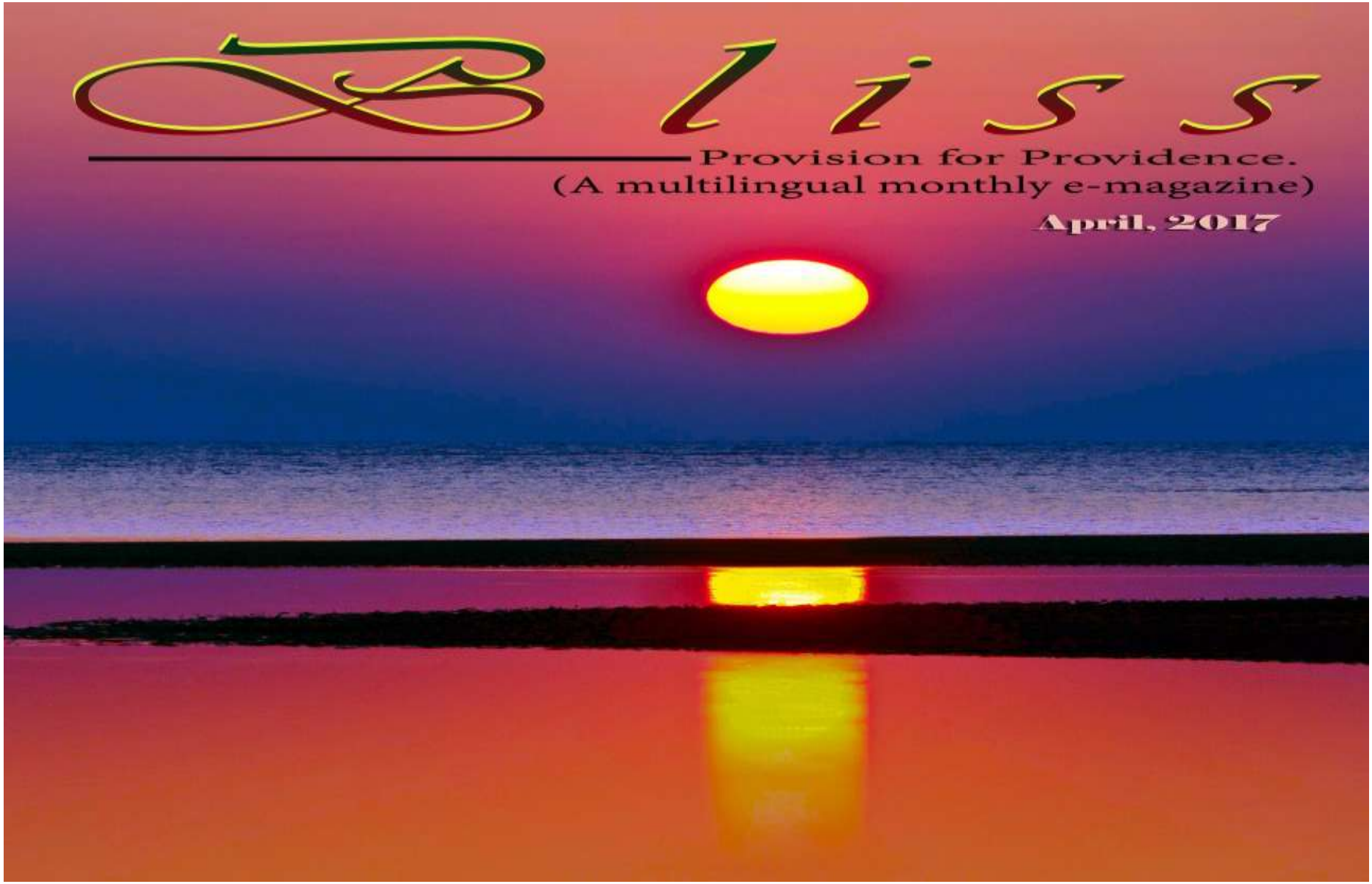
Bliss
Provision for Providence.
(A multilingual monthly e-magazine)
April, 2017

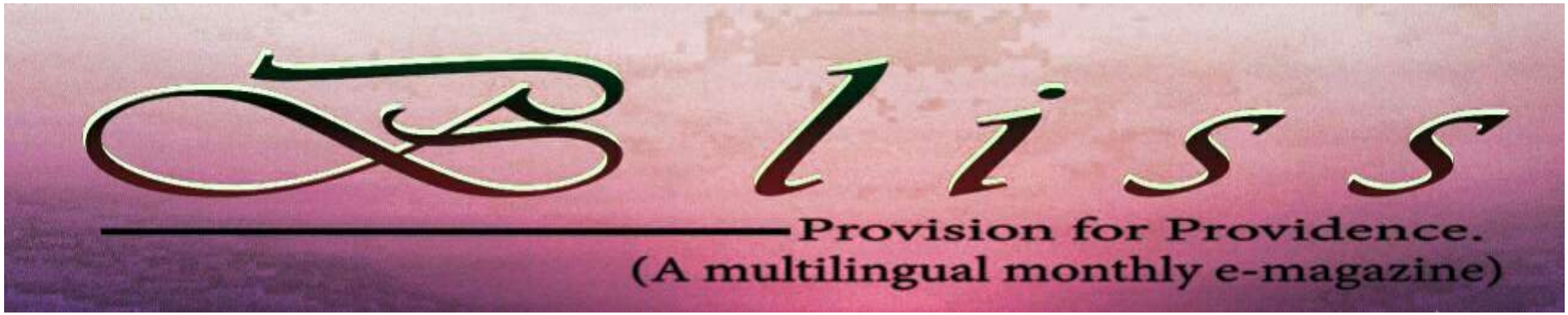

April 2017

Cover design by: Sri Sumit Patel and Sri Paplu Patel

Page design and layout: Sri Ghanashyam Nayak

EDITOR : Dr. Anurag Nath '*Kritiranjan*'

Editorial Board Members

---

1. Sri Sumit Mazumdar
2. Sri Sumit Patel
3. Sri Ghanashyam Nayak
4. Sri Swarashtra Srivastava

Param premamaya Sri Sri Thakur

Jagat Janani Sri Sri Boroma

Pradhan Acharyadev Sri Sri Borda

Acharyadev Sri Sri Dada

Bangla content

বাংলা সুচিপত্র

১. সত্যানুসরণ

২. আশীষবাণী

৩. আলোচনা প্রসঙ্গে

৪. ইষ্ট প্রসঙ্গে

৫. ইষ্টানুরাগ --- পরমপুজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা

৬. পুরুষোত্তম পরম্পরা

৭. বর্তমান যুগ সমস্যার সমাধানে শ্রী শ্রী ঠাকুর --- দেবরঞ্জন নাথ

৮. সেই সে মধুর হাসি – কুমারেশ পাল

ভারতের অবনতি (degeneration) তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে, যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমুর্ত্ত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে --- ঋষি বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে।

ভারত! যদি ভবিষ্যৎ-কল্যাণকে আবাহন করতে চাও, তবে সম্প্রদায়গত বিরোধ ভুলে জগতের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হও -- আর তোমার মূর্ত্ত ও জীবন্ত গুরু বা ভগবানে আসক্ত (attached) হও -- আর তাদের ই স্বীকার কর -- যারা তাঁকে ভালবাসে। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্ত্তীর আবির্ভাব।

(সত্যানুসরন)

আশীষ বাণী

আজ নব বৎসরের নব উদয়ন,
প্রভাতী কাকলী-সম্বর্ধনায়
অর্ক-দেবতা অরুণ-আবেগে
লালিভঙ্গীমায় আত্মবিকাশ করে
উদীয়মান হয়ে চলেছে --
নবীন আবেগে
অভ্যুদয়ী নবীন আনন্দে
নবীন লাস্য বিকীরণে;
মলয়ের মধুসঙ্গীতে
ভ্রমরের মধুগুঞ্জনে
বিহঙ্গের মধু আহ্বানে
দোদুল নৃত্যে
কল্পিত অনুকম্পায়
জীবন-দীপনা উৎচেতিত করে
ঐ অরুণ উদিত হলো
কলকণ্ঠের আশীষ মূর্ত্তনায়;
তোমরাও জাগো,
সানুকম্পী, সহযোগী ইষ্টার্থপরায়ণ হয়ে
অভ্যুত্থানের উদিত আবেগে
আত্মবিকাশ করে তোল,
যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি
তোমাদের উচ্ছলিত জীবন-স্রোতে
উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক ---
সাত্ত্বিক সুনিষ্ঠ সম্বেগে
স্বতঃ -স্বয়ং অভিদীপনায়;
তোমরা সুখে থাক,
সুস্থি তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করে তুলুক,
পরিবার পরিবেশ নিয়ে
সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হও;
তোমাদের এক মন্ত্র হোক,
এক উদ্দেশ্য হোক,
সত্তাবরণী সমবেদী
সানুকম্পী সহযোগিতায়
বিশিষ্ট থেকেও
একত্বে অভিদীপ্ত হয়ে ওঠ ---
সম্ভ্রান্ত অনুচর্যা নিয়ে
সম্বেগী সৌজন্য-শীতল সম্বর্ধনায়;
ইষ্টানুগ সংহতিতে সুদৃঢ় হয়ে ওঠ,
প্রতিটি ব্যাষ্টিজীবন
প্রতিটি ব্যষ্টিজীবনের
স্বার্থ-সম্ভূত হয়ে উঠুক,
পরিবার পরিজন একাত্মনুধ্যাই হয়ে উঠুক,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিবেশ নিয়ে
ইষ্টার্থী এক-সম্বর্ধনায়
একান্ত হয়ে চলুক;
যারা দূরে, এগিয়ে চল তাদের কাছে,
অমৃতমন্ত্রে অভিষিক্ত করে তোল,
নিকটে আন;
নিকট যারা, আপ্যাকৃত করে তোল
পরস্পর পরস্পরকে,
বহুজীবন ঐ ইষ্টার্থকেন্দ্রে
কেন্দ্রায়িত হয়ে
একজীবনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক;
অভ্রান্ত বোধসম্পন্ন হও তোমরা,
অসৎ - নিরোধী পরাক্রম
তোমাদের যা কিছু সবকে
তিরোহিত করে তুলুক,
অমৃতের অধিকারি হও,
অমৃতানষিক্ত করে তোল সবাইকে,
অমর ছন্দে পদক্ষেপ করে
অমরার অমৃত উপভোগ কর;
শান্তি, সুস্থি ও সম্বর্ধনায়
অভ্যর্থিত হোক
প্রতিটি 'তুমি' প্রতিটি অন্যের
আন্তরিক অভিদীপনায়;
আর সার্থক হয়ে উঠুক যা কিছু
সেই একান্তে-- ইশ্বরে-- অনুপমে।

(১লা বৈশাখ, ১৩৫৮)

আলোচনা – প্রসঙ্গে

৩২শে জ্যৈষ্ঠ , ১৩৪৬ ,

বৃহস্পতিবার (ইং ১৫.৬.১৯৩৯)

ইদানীং প্রচণ্ড গরম পড়েছে–দুপুরের দিকে আশ্রম–সংলগ্ন চরের বালু তেতে আশ্রামের সামনের দিকের আবহাওয়াটা আগ্নিময় করে তোলে । বেলা পরে আসলে আবস্থাটা ধীরে ধীরে সহনীয় হয়ে ওঠে।

আজ বিকেলে শ্রীশ্রীঠাকুর কিশরীদার ঘরের পাশে বাবালাতলায় কাঠের ঘরের (Philanthropy Office-এ) আসর বিছিয়েছেন–দেখতে-দেখেত ভিড় জমে উঠলো-আলাপ আলোচনা জমাট বাঁধতে লাগ্ল-হেমদা (দে) হিটলারের আত্মজীবনীর কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন—শ্রীশ্রীঠাকুর একটা জায়গা দাগিয়ে রাখতে বললেন-হিটলার সেখানে বলেছেন- Upstart (হঠাৎ বড়লোক) যারা তারা হীন অবস্থার লোকের সঙ্গে মিশতেপারে না, ভয় হয়, তাদের পূর্বেকার দুরবস্থা বুঝি লোকে টের পাবে-তাদের সম্মান কমে যাবে ।শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথা শুনে বললেন-‘ কিন্তু সত্যিকারের বড়লোকের এমনটি হয় না ।’ হেমদা হিটলারের জীবনী থেকে দেখালেন যে হিটলার ঠিক সেই কথাই লিখেছেন ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বল্লেন—এই Inferiority complex (হীনম্মন্যতাবোধ) চলে গেলে তারা কিন্তু খুব বড়ো হয়ে ওঠে । (কথাপ্রসেঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন)—বাইরে থেকে আমরা গরীব লোকের যে Problem (সমস্যা) মনে করি, সেটা কিন্তু আদতে problem (সমস্যা) নয়। ওদের সঙে এক হয়ে মিশলে তবে বোঝা যায়, তাদের আসুবিধাকী ও কোথায় এবং তার প্রতিকার কী।মানুষের দুর্ভগের পিছনে থাকে সাধারাণতঃ কতকগুলি ছরিত্রগত ত্রুটি, তার নিরাকরন না হলে দুর্ভগ যায় না।

শ্রীঠাকুর নিজে কুলী সেজে, কুলীর দলে মিশে, কুলীর কাজ করে তাদের দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন কিভাবে, সেই গল্প করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্মন্ধে কথায়-কথায় বললেন—রামকৃষ্ণঠাকুর যে কী দিয়ে গেলেন, কেউ বুঝলো না। অনেকে তাঁকেনকল করবার চেষ্টা করে কিন্তু নকল করে কি আর তা হওয়া যায় ?

(ক্রমশঃ)

ইষ্ট প্রসঙ্গে
(পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীপিতৃদেবের সহিত কথোপকথন)

সঙ্কলয়িতা – শ্রীকৃপাসিন্ধু রক্ষিত
রবিবার, ৩১শে ভাদ্র, ১৩৭৯
(ইং ১৬/০৯/১৯৭২)

সকাল ৫ টা ২৫ মিনিটে বিনতি প্রার্থনা হ'ল ষোড়শী ভবনে। ৬টা বাজতেই শ্রী শ্রী পিতৃদেব বাড়ীর বারান্দায় পশ্চিমমমুখী হ'য়ে বসেছেন। শরতের মেঘমুক্ত আকাশ। পাখীরা উত্তরের আকাশ থেকে দক্ষিণের আকাশে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে আনাগোনা সুরু ক'রেছে। সম্মুখের গাছের ডালেও মাঝে-মাঝে ডাক শোনা যাচ্ছে কয়েকটা নাম-না-জানা পাখীর। আমরা কয়েকজন তাঁর সমুখে ব'সে। প্রসঙ্গক্রমে শ্রী শ্রী পিতৃদেব বললেন -

"ইষ্ট লাগি কর্ম্ম করা
সেই তো হ'ল পুণ্যে ভরা"

ইষ্টকেন্দ্রিক চলনাই শান্তি আনে। সেই চলনার মধ্যে যত দুঃখ-কষ্টই আসুক না তার মধ্যেই শান্তি আসে। দুঃখের পর সুখ আসে, সুখের পর দুঃখ আসে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তারা(যারা ইষ্টকেন্দ্রিক) সুখী। বিকেন্দ্রিক হ'লেই গণ্ডগোল।

সংকল্প-চ্যুতি হওয়া খুবই খারাপ। সব ইষ্টের কাজ এরূপ ভাবতে হয়। যারা ভাবে ওটা ইষ্টের কাজ, এটা আমার কাজ, তাদের ভুলই হয়। আর ওই জন্যই বাধা, বিপদ, অশান্তি।

শ্রীশ্রীপিতৃদেব এবার একটু থামলেন। প্রসঙ্গ উঠেছিল বেশ আকস্মিকভাবে। টাঙ্গাইল (বাংলাদেশ) থেকে গতকাল এসেছে একভাই -ভোলানাথ সরকার। বয়স ১৯ কিংবা ২০। সরকার-ভাই ইষ্টকাজ করতে চায়। ভবানীদা(রায়) ও জিতেনদা(দেববর্মণ)-কে সব কথা জানিয়েছে। এবার পিতৃদেবের অনুমতি হ'লেই হয়।

শ্রীশ্রীপিতৃদেব গতকাল ভাইটির ইচ্ছা জেনেছেন। আজ সকালে সরকার-ভাই শ্রীশ্রীপিতৃদেব কে দর্শন করার জন্য উপস্থিত হয়েছে। শ্রীশ্রীপিতৃদেব নির্দেশ দিলেন লিখে জানাতে সব কথাকি সর্তে ইষ্ট কাজ করতে সে রাজী আছে, নাকি বিনা সর্তেই করতে চায়। সাদা কাগজ ও খাম হাতে দেওয়া হ'ল। ভাইটি তো কাগজ হাতে পেয়েই সংকোচের সুরে বলল- (বর্তমান নিবাস থেকে) ফিরে আসি। তারপর লিখব। এখন বুঝে দেখি।

ততক্ষণে ওই ভাইটি শ্রীশ্রীপিতৃদেবের নিকট থেকে সরে গেছে। শ্রীশ্রীপিতৃদেব বলে চললেন বেশ গভীর হ'য়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে পরমপিতার সারা বিশ্বই state. আমরা তাঁর নায়েব। তাঁর কাজই ক'রে যাচ্ছি এই বোধই আসল। এই বোধই হচ্ছে একটা প্রাপ্তি। যাদের এই বোধ আছে তারা হাতি-ঘোড়াও চায় না, মুক্তিও চায় না, মোক্ষও না।

সামনেই ব'সে ছিলেন জিতেনদা(দেববর্মণ)। শ্রীশ্রীপিতৃদেব তাকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন বুঝতে পারছিস তো ?

আজ্ঞে (ঘাড় নাড়লেন জিতেনদা)।

এদিকে একে একে অনেকেই তাঁর নিকট আসছেন। প্রণাম নিবেদন করছেন পারমারাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের উত্তরসাধক ও পথপ্রদর্শকের শ্রীচরণপদ্মে। প্রভাতী-সূর্যের উদয়গিরি আরোহরণপর্বে প্রতি-প্রত্যেকে সারা দিবসের শুভ কর্ম-প্রেরণালাভ উদ্দেশ্যে একটিবার দর্শন পেতে চায় প্রিয়পরম-প্রতিভুর। খানিকপর তিনি বললেন চল্ যাই ঠাকুরবাড়ী।

আমরা সবাই তাঁর সাথে-সাথে উঠে পড়লাম।

[ইষ্ট-প্রসঙ্গে, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১-২]

ইষ্টানুরাগ

লেখক: শ্রী অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

(পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবড়দা)

প্রাকৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উদ্‌ভূত বিরাট-মানবগোষ্ঠী সৃষ্টির এক অভিনব, সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ অবদান। সমস্ত জীব-জগতের মধ্যে মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে—তার মধ্যে উদ্বর্দ্ধনের অনন্ত সম্ভাব্যতা বিদ্যমান। তার মস্তিষ্কের এবং অন্তরের বিকাশ ও প্রকাশ সবচেয়ে বেশী। তাই তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনুরাগ, ভালবাসা ও প্রেম। আর এই অনুরাগ ও ভালবাসার টানে মানুষ কতকিছুই সৃষ্টি করে চলেছে অবিরত। ধীরে-ধীরে মানুষ পার্ব্বত্য জীবনকে অতিক্রম ক'রে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অবহেলা ক'রে গড়ে তুলেছে সুসভ্য সমাজ, শান্তিময় গৃহনীড়, কত নগরী, মহানগরী, সুখ-সুবিধার কত যানবাহন, কত না ঐশ্বর্য্য— চিরন্তন সুরতানকে প্রকৃতি নিংড়ে সৃষ্টি করেছে চিত্ত-বিনোদনের অপূর্ব্ব সঙ্গীত। প্রেমের তরঙ্গে কত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার করেছে অবসান, ভালবাসার টানে গড়ে তুলেছে মর্ত্ত্যভূমে স্বর্গের নন্দন কানন। এই যে অসীম সম্ভাব্যতা যা নিহিত রয়েছে মানবজীবনের গভীরতম প্রদেশে— তা মূর্ত্ত হয়েছে শুধু এক ভালবাসার, অনুরাগের টানে— আর এইটিই হচ্ছে মানবজীবনের এক রহস্যময় অথচ চিরন্তন প্রাণকেন্দ্রের উৎস। সেই ভালবাসার বা অনুরাগের বস্তু যেমন স্তরের হবে তেমন স্তরের বিকাশও লাভ হবে আমাদের প্রাণকেন্দ্রের স্ফুরণের মধ্য দিয়ে। যিনি বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র হয়েও মূর্ত্ত শরীর পরিগ্রহ ক'রে প্রেমঘনরূপে অবতীর্ণ হন এ ধরার ধূলিতে— তাঁর উপর অচ্যুত টানে, ভালবাসায়, অনুরাগে মানুষের পূর্ণতা ও সম্ভাবনা উদ্ভিন্ন হয়ে উঠে। মানুষের ভিতরকার ও বাইরের বহু বাধাবিঘ্ন অহরহ শত্‌রুতা ক'রে তাকে সঙ্‌কুচিত ক'রে দিতে চায়— আসুরিকভাবে তাকে অমৃত থেকে বঞ্চিত করতে চায়। কিন্তু ষোল আনা মন প্রাণ তাঁ'তে রাখলে কোন রিপুই আর কিছু করতে পারে না। মানুষের অন্তর্নিহিত কাম ক্রোধ ইত্যাদির কথা ভাববার দরকার নেই! আমার যা আছে থাক—কেবল তুমিই আমার সব—এই ভাবতে ভাবতে সবই হয়। উপাসনাতে— তাঁর পরশে পরম শান্তিলাভ হয়, তখন যারই সংস্পর্শে যাওয়া যায় সে-ই মুগ্ধ হয়। শুধু কতকগুলি প্রশ্নের মীমাংসায় শান্তি আসে না—প্রশ্নের পর প্রশ্নে আরও অনন্ত প্রশ্ন জেগে উঠে। কিন্তু তাঁ'তে মেতে থাকলে কোন প্রশ্ন ওঠে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, " আমার-গাড়ু গামছা হাজার বছর বইলেও কিছু হবে না, কিন্তু আমার কথামত চললে সবই হয়।"

শব্দই ব্রহ্ম— যা থেকে ধীরে-ধীরে সেই আদি কম্পনের মধ্যে দিয়ে গজিয়ে উঠলো সৃষ্টি। মানুষের সেই সৃষ্টিমুখী উৎস বহু আবরণে আবৃত থাকে বলে সে ভুলে যায় তার সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ। রাজাধিরাজের সন্তান— অমৃতের সন্তান, সে কথা ভুলে— পথ হারিয়ে মানুষ দুঃখকষ্টের আবর্ত্তে হাবুডুবু খেতে থাকে। তখন পরমপিতার — প্রিয়পরমের আবির্ভাব হয় মানবদেহে এবং কী করলে স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায় তা তিনি বলে দেন — সেই অমৃতের উৎস— নাম জানিয়ে দেন — সে পথ ধরে চললে মানুষ আবার তার স্বরূপে পৌঁছাতে পারে স্মৃতিবাহী চেতনায় সমাসীন হয়ে—অমৃতের আস্বাদনে জীবনটাকে

চিরশান্তিময় ক'রে তুলতে পারে । তাই নাম অজপা জপ করতে হয় — কথা বলছি নাম করছি । নামের কত মাহাত্ম্য তা বলে শেষ করা যায় না । সবসময় নাম করতে হয় — এই অভ্যাস দেখা যায়, কথা বলছি নাম চলছে । আর এমন অভ্যাস করতে হয় যে ভিতরে সব সময় নাম শুনছি । ঘুমিয়ে আছি — যেন নাম হচ্ছে । ঘড়ি যেমন দিবারাত্র চলতে-চলতে কল-বিগড়ে গেলে কখন কখন বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক নেই— জীবনটাও তেমনি চলতে-চলতে কখন বন্ধ হয়ে যায় ঠিক নেই । কিন্তু নাম অভ্যাসে এমন হয় যে জীবনটা থেমে যাওয়ার সময়ও স্বতঃই ঐ নাম চলতে থাকে, আর ঐ অনাহত নাম তখন পরম উৎস— পরমপিতার চরণেই টেনে নিয়ে যায় ।

কোন জিনিসই না করলে হয় না— যে করবে তারই হবে । আর হাতে-হাতে ফল পাবে । রস লাগলে আর টেনে ছাড়ানো যায় না । যত-দিন রস না লাগবে চেষ্টা করতে হয় । আর, গোড়ার কথা হচ্ছে — 'আমি' স্থানে 'তুমি' বসাতে হয়, আর ঐ জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন — " ইষ্টস্বার্থ প্রতিস্থাপন্ন হও—তাহলে যাই কর না নিষ্কাম কর্ম হবে তখনই ।" আমি কী করতে পারি ? মানুষের কতটুকু ক্ষমতা !
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন — " মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় যদি কেউ মুখে মুতে দেয় ঠিক পায় না— এই ত ক্ষমতা ।" আমি-আমি যতদিন থাকে ততদিন ভীষণ কষ্ট । আমি-আমি ভাব মায়া — তাতে খুব কষ্ট । নিয়ত উপাসনা করা দরকার ।
শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যা বলা যায় তাতে মানুষ মুগ্ধ হয় বেশী, কারণ নিজের ভিতর তাঁর পরশ এসে যায় । সব সময় সব কাজের মধ্যে তাঁকেই ভাবতে হয়— প্রাণখুলে কাঁদতে হয় তাঁর জন্যে— তাকেই বলি উপাসনা ।

পরমপিতাকে কেও ধন্য করতে পারে না । আমরা যেই হই না কেন, শান্তি চাই । অতুল ধনসম্পদে কিছুতেই যখন শান্তি পাওয়া যায় না— সব অন্ধকার মনে হয়, তখন তাঁর খোঁজ পড়ে— কে আছ, বাঁচাও, শান্তি দাও । তাঁকে পেলে — তাঁকে সব দিয়ে ধন্য হওয়া যায় — পরম শান্তির অধিকারী হওয়া যায় । অনুরাগ বাড়িয়ে দিতে হয়— তীব্র অনুরাগে সব হয় ।

পরমহংসদেব বলতেন — " তিনটান এক হলে তাঁকে পাওয়া যায় — সতী নারীর-পতির প্রতি টান, বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, মায়ের ছেলের প্রতি টান ।" ষোল আনা তাঁর উপর নির্ভর করলে তিনিই রক্ষা করেন — কী করলে কী হবে তিনিই বলে দেন । তাঁকে পাওয়াই আমাদের জীবনের লক্ষ্য, একমাত্র চাহিদা, একমাত্র সার্থকতা । ইষ্টের উপর টান বেড়ে গেলে অহংজাত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । সবসময় মনটা ইষ্টমুখী রাখলে অহং-এর চাপ কমে— না করতে পারলেই খুব কষ্ট বোধ হয় । মনের জোর বেড়ে শক্তি এমন বেড়ে যায় যে কারও কথা মনে ভাবলেই তিনি এসে হাজির হন প্রায়শঃ । ইষ্টমুখী হয়ে চললে বিবেক-বৈরাগ্য হয় সম্পদ, আর অহং নিয়ে চললে বৃত্তির তাড়নায়— দুঃখ কষ্টের অবধি থাকে না । চলা ঠিক করতে গেলে উপাসনা ঠিক-ঠিক করা চাই-ই । যত বৃত্তির আমি হব তত বেঠিক চলা হবে । ইষ্টমুখী চলার ভিতর-দিয়েই প্রেমের জীবন লাভ হয়— মানব অমৃতত্ব লাভ ক'রে অনাবিল শান্তির অধিকারী হয়, পরম ও চরম বিকাশের পথে এগিয়ে চলতে থাকে ।

(১৯৫২-জানুয়ারী সংখ্যা "ঋত্বিক"
পত্রিকায় প্রকাশিত)

পুরুষোত্তম পরম্পরা

"শুভার্থী"

বুদ্ধ-ঈশায় বিভেদ করিস

শ্রীচৈতন্যে রসুল কৃষ্ণে,

জীবোদ্ধারে হন আবির্ভাব

একই ওঁরা তাও জানিসনে?

(অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড)

শ্রী শ্রী ঠাকুর এর উপরোক্ত বাণীর মধ্যে দিয়ে আমাদের মনে ধর্মের স্বাভাবিক এবং সুস্থ রুপটি সঞ্চারিত হয়ে ওঠে। সত্যানুসরণ গ্রন্থে শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছেন :

"যার উপর যা সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম, আর তিনিই পরমপুরুষ। ধর্ম কখনও বহু হয় না, ধর্ম একই আর তার কোন প্রকার নেই। মত বহু হতে পারে, এমন কি যত মানুষ তত মত হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ধর্ম বহু হতে পারে না।"

আজ যেখানে ধর্মের নামে সমগ্র বিশ্বে হাহাকার ও হানাহানি চলছে, মানুষ মানুষকে সংহার করতে যখন বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করছে না, সেই ভীষণ সময়ে দাঁড়িয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুরের ভাবাদর্শই একমাত্র বাঁচার পথ। তাঁর বাণী, তাঁর বিধি- বিধান সমগ্র মানবজাতির কাছে নিয়ে এসেছে বাঁচার পথ,আশার আলো। প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে ধর্মের স্বরুপ।

তাঁর ভাবাদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে ধর্মের কীলকেন্দ্র। পরমপুরুষ পুরুষোত্তম হলেন ধর্মের মুর্ত বিগ্রহ। ঈশ্বরের জীবন্ত নরবীগ্রহ তিনিই। তাঁকে বাদ দিয়ে ধর্ম নিতান্তই কল্পনা মাত্র। প্রেরিতদের মধ্যে প্রভেদ করাই যখন সাধারণের স্বাভাবিক প্রবণতা, ধর্মমতগুলির মধ্যে কামড়া কামড়ি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে জন ও জাতির জীবন যখন বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত, ধর্মান্তরকরণই যখন ধর্মপ্রচারের অন্যতম হাতিয়ার, তেমনই এক সময়ে শ্রী শ্রী ঠাকুর দীপ্ত কণ্ঠে বললেন – ঈশ্বর এক,ধর্ম এক,প্রেরিতগনও এক বার্ত্তাবাহী।

সেই আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের এই বিশেষ প্রতিবেদন। যুগে যুগে তিনি এসেছেন বিভিন্ন নামে।বিভিন্ন দেশে।সেই একই বার্ত্তা নিয়ে। যুগাবতার প্রিয়পরম শ্রী শ্রী ঠাকুর, তাঁর অমোঘ বাণীসমুহ এবং অগাধ সাহিত্যের মধ্যে একাধিক বার পুর্ব পুরুষোত্তম দের স্বীকার করার কথা বলেছেন। তাঁর সেই সকল কথোপকথন এর মাধ্যমে আমরা আজ জানব মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রী রামচন্দ্রের কথা।

জয়গুরু।

মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের সম্পর্কে শ্রী শ্রী ঠাকুরের উক্তি।

ভাগবতের একটা শ্লোক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন – তিনি আমার সব করবেন, এটা ভক্তির অন্তরায়। ভক্তের মনের ভাব – আমার জন্য প্রভু যেন কষ্ট না পান, বরং আমিই তাঁর কষ্টের লাঘব করব, তাঁর ভার বহন করব, তাঁকে সোয়াস্তি দেবো, তাঁর দায়িত্ব মাথা পেতে নেব, তাঁর ইচ্ছা পূরণ করব। এই আগ্রহ-উন্মাদনার ভিতর দিয়েই তার শক্তি বেড়ে ওঠে, সে অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলে প্রতি মুহূর্তে গুরুর দয়া অনুভব করে, আর সহস্র মুখে তাঁর গুনগান করে। তা না করে গুরুর কাছে যারা 'দেহি', 'দেহি' করে, স্বার্থ-প্রত্যাশা পূরণের জন্য তাঁর কাছে ঘোরে, তাদের শক্তি খর্ব্ব হয়ে যায়, তাঁরা শান্তি পায় না, অভাবও মেটে না তাদের। হনুমান রামচন্দ্রের relief (স্বস্তি) এর জন্য কি না করেছে? এতে কিন্তু তার আত্মপ্রসাদ বই কষ্ট ছিল না, আর এমনি করেই সে বেড়ে উঠেছিল, কিন্তু তার ইতর অহংকার ছিল না, একমাত্র গর্ব্ব ছিল রামচন্দ্রকে নিয়ে, তাঁকে নিয়েই বুক ভরেছিল তার, চাওয়া-পাওয়ার বালাই ছিল না, একমাত্র চাওয়া ছিল – তাঁর পরিপূরণ, তাই শান্তি, সন্তোষ ও শক্তি কোনদিন তাকে

ত্যাগ করেনি। নয়নাভিরাম রামচন্দ্রের একটুখানি মুখের হাসি, একটু খানি সস্নেহ দৃষ্টি তার মনে যে কি আনন্দের ঢেউ তুলত, সে সেই জানে। ফল কথা, fulfilling urge (পরিপূরণী সম্বেগ) নিয়ে তাঁর জন্য করাটা আমাদের যত keen (তীব্র) হয়, তাঁর ভালবাসাটাও আমরা তত অনুভব করতে পারি, নচেৎ আমাদের জন্য তাঁর লাখ ভালবাসা, লাখ করা আমরা বোধ করতে পারিনা, উপভোগও করতে পারিনা। আবার আমরা যদি করিও এবং সে করাটা হয় কেরামতি দেখাবার জন্য -- তাঁর ভালবাসার জন্য নয় -- তাহলেও তাঁকে উপভোগ করা যায় না।

(আলোচনা প্রসঙ্গে ১, ৩/১২/১৯৪৬)

(ক্রমশঃ...)

বর্তমান যুগসমস্যার সমাধানে শ্রী শ্রী ঠাকুর

দেবরঞ্জন নাথ

TGT Mathematics

KVS, আলিপুরদুয়ার

কোচবিহার

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলির মধ্যে অন্যতম অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। কিন্ত আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের চাওয়াটাও অন্তহীন। ফলে তৈরি হচ্ছে নানাবিধ সমস্যা। সমস্যাতো ছিলই। আগেও মানুষ নানাবিধ সমস্যা তে জর্জরিত হয়ে ছিল। তবে যখন মানুষের বাঁচা-বাড়াই বিঘ্নিত হয়, সেটা হয় মনুষ্য জীবনের আসল সমস্যা। শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেন "সুকেন্দ্রিক, সুবিন্যাস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন না হলে জীবনে সার্থকতা পাওয়া যায়না।"

আজ আমরা প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছি। কিন্তু আমাদের বাক্, ব্যাবহার ও কর্মে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই জীবনে কোন সার্থকতা আসতে পারে না। আজ যুব সমাজ নিজস্ব কৃষ্টিকে উপেক্ষা করে রাজনীতি তে ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু যুবক ভাইরা হয়তো ভুলে গেছেন যে ব্যক্তি জীবন যদি ঠিক না করা হয় তাহলে কোন ভাবেই রাষ্ট্র জীবন ভাল হোতে পারে না। আদর্শ কেন্দ্রিক জীবনই ভাল থাকার একমাত্র পথ। শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেন - না জানলে আমরা আলাদা করে ফেলি। যেমন ধর্ম রাজনীতি কে আলাদা করে ফেলে। কিন্তু politics মানেই তাই যা বাঁচা বাড়াকে পূর্ণ করে . যে politics তা করে না তা politics. (রাজনীতি) নয় তা দুষননীতি। (আলোচনা প্রসঙ্গে ২০, পৃ ২৬১)

আজ সমাজে আমরা দেখতে পাই যে সাধারণ মনুষ্যত্ব বোধই যেন লয় পেয়েছে। আমাদের চলনা দেখে পশুও হয়ত লজ্জিত। এই সমস্তকিছুর সমাধানবাণী নিয়ে এসেছেন আমাদের প্রিয়পরম শ্রী শ্রী ঠাকুর। তাঁরই কথায় "সব সমস্যার সমাধান, জানিস ইষ্ট প্রতিষ্ঠান"।আজ এই ভয়াবহ পরিস্থিতির একমাত্র সমাধানই হল তাঁরই প্রবর্তিত সৎমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, তাঁকেই কেন্দ্র করে চলা এবং কাঁটায়-কাঁটায় তাঁরই বিধি বিধান মেনে চলা। তবেই আমরা আবার সেই স্বর্ণ যুগ আনতে সক্ষম হব।

"সেই সে মধুর হাসি"

কুমারেশ পাল

"ন্যাশনাল বিল্ডিংস কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড।

মেলাঘর,

ত্রিপুরা

পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সৎনামে সৎদীক্ষা নিয়ে, শ্রীশ্রীঠাকুর কে ভালোবেসে বহু মানুষের জীবনেই নানারকমের সুখানুভূতি লাভ হয়েছে। তেমনি আমার জীবনেও ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার মধ্যে একটি সুমধুর সুখস্মৃতি আমি আজ লিখছি।

আমার বাড়ি ত্রিপুরায়। আমি একটা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে চাকরি করি। চাকরির সুবাদেই আমার বদলি হয় আসামে। আসামের যে জায়গায় আমার পোষ্টিং হয় সেই জায়গাটি হচ্ছে বিজনী, চিরাং জিলায়, BTAD-এর অন্তর্গত। 2013-14 তে যখন আমি সেখানে যাই তখন সেখানকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ; পৃথক বোড়োল্যান্ড এর দাবিতে সেখানে আন্দোলন চলছে। প্রায়দিনই কোথাও না কোথাও গন্ডগোল লেগেই থাকতো। বিজনীতে আমি যেখানে ভাড়া থাকতাম সেখান থেকে আমার Project site প্রায় চৌদ্দ কিলোমিটার দূরে। প্রতিদিন আমি সেখানে প্যাসেঞ্জার অটো দিয়েই যাতায়াত করতাম।

2014 এর নভেম্বর মাসের দিকে পরিস্থিতি খুবই খারাপ হতে লাগলো। প্রত্যেকদিনই কোথাও অগ্নিসংযোগ বা গণহত্যা ইত্যাদি হতে লাগলো। এরমধ্যেই আমি আমার কাজের জায়গায় যেতাম শুধু ইষ্টনাম টুকু সম্বল করে।

2014 এর December মাসে গেলাম ঠাকুরবাড়ি। সেখানে পূজনীয় বাবাইদার কাছে সমস্তকিছু নিবেদন করলাম; ওনি আমায় বললেন "বিজনী-তে তু ঠাকুর মন্দির আছে, মন্দিরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলো, কিচ্ছু হবেনা"।

মনে নতুন করে সাহস পেলাম। দেওঘর থেকে ফিরে মন্দিরে যাওয়া আসা বাড়িয়ে দিলাম, প্রায়দিনই সৎসঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করতাম। ঐদিকে গন্ডগোল তু চলছেই, কিন্তু তাও আমি অনেকটা নির্ভয় হয়েই site-এ যাওয়া আসা করতে লাগলাম।

অন্যদিকে ঠাকুরের কাছে প্রতিদিনই প্রার্থনা করতাম পুনরায় ত্রিপুরাতে ফিরে আসার আর্জি জানিয়ে। কিন্তু আমার কুনো প্রার্থনাই কাজে লাগলোনা; ঠাকুর অব্দি পৌঁছালোনা।

এরমধ্যেই একদিন একটা আলোচনা পত্রিকায় পেলাম পূজনীয় বাবাইদা ঋত্বিক সন্মেলনে তিন ধরণের প্রার্থনার কথা বলছেন – সকাম প্রার্থনা, নিষ্কাম প্রার্থনা আর হচ্ছে পরমপিতার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পন। মনে কী হলো জানিনা, তখনই গিয়ে ঠাকুরের আসনের কাছে বললাম, "হে দয়াল ঠাকুর, হে পরমপিতা, তোমার যা ভাল মনে হয়, তুমি তাই করো প্রভু; তোমার যদি মনে হয় যে আমার ট্রান্সফার হলে ভাল হবে

তাহলে ট্রান্সফার করাও; আর যদি মনে হয় যে আমি এখানে থাকলেই ভাল হবে, তাহলে তুমি আমাকে এখানেই রাখো প্রভু।“ এই বলে প্রণাম করলাম।

এই ঘটনার ঠিক সাতদিন পরে, তারিখটা ছিলো 02-04-2015, আমি site এ ছিলাম, হটাৎ গৌহাটি অফিস থেকে আমার কাছে ফোন এলো, “আপ্ কা ট্রান্সফার হুঁয়াহ্ হেঁ আগরতলা মে” !!

নিজের কান কে বিশ্বাস করতে পারছিলামনা, ভাবলাম ঠাকুর এও কী সম্ভব??

ট্রান্সফার অর্ডার যখন হাতে পেলাম, দেখলাম ওখানে লেখা আছে যে 10-04-2015 এর মধ্যে আমাকে রিলিভ করতে হবে। এবং সেই মোতাবেক 10-04-2015 বিকালে আমাকে রিলিভ দেয়া হয়। এর পরেরদিন একটা গাড়ি রিজার্ভ করে সমস্ত মালপত্র নিয়ে আমি রওয়ানা হই এবং প্রায় নয়শ কিলোমিটার journey করে 12-04-2015 তে বাড়ীতে পৌঁছাই।

এদিকে দেওঘর থেকে আমাদের আগরতলারই একজন ঋত্বিক মহাশয় আমার বাবার কাছে ফোন করে বলছেন নববর্ষ উৎসবে (সন 2015) যেভাবেই হউক ঠাকুরবাড়িতে যাওয়ার জন্যে। আর আমার বাবা ওনাকে মানা করছেন যে এখন যাওয়া সম্ভব নয়। 13-04-2015 সকালবেলা যখন ব্যাপারটা আমার নজরে পড়লো, তখনই আমি ওই ঋত্বিক মহাশয়কে ফোন করলাম। ওনি আমায় বললেন তোমার বাবাকে বলো 14 তারিখ যেভাবেই হউক ঠাকুরবাড়িতে চলে আসতে। এরপর আমি বাবাকে বলে রাজী করালাম এবং 14 তারিখ সকালে রওয়ানা হয়ে ওইদিন রাত্রিবেলায় আমরা দেওঘর ঠাকুরবাড়িতে পৌঁছাই॥

পরদিন সকালথেকে একটা অনাবিল আনন্দের মধ্য দিয়ে শুরু হয় নববর্ষ উৎসব। 15 তারিখ সকালে পূজনীয় বাবাইদা কে প্রণাম করে আমার ত্রিপুরায় ট্রান্সফার হওয়ার খবরটা ওনাকে নিবেদন করলাম; আর সেই মুহূর্তে ওনি আমার দিকে তাকিয়ে এমন সুমধুরভাবে একটা দিব্য হাসি দিলেন যে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেলো। কী ছিল ওই হাসিতে জানিনা, ওই হাসির বাস্তবরূপ বর্ণনা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে ওইসময় আমার মনের সমস্ত কথার উত্তর ওই হাসির মধ্যেই আমি পেয়েগেছি। আমার জীবনে পরম পাওনা সেই অম্লান সুমধুর হাসি আজও আমার হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল সৃষ্টি করে।

জয়গুরু ॥

Hindi content

हिंदी सूचिपत्र

1. आशीष वाणी

2. सत्यानुसरण

3. आलोचना प्रसंग

4. इष्ट प्रसंग

5. मनुष्य.....ई. जे. स्पेंसर

6. पुरी यात्रा.....स्वराष्ट्र श्रीवास्तव

7. नारी का सुगठित चरित्र...अलंकृता सिंह

श्री श्री ठाकुर जी की आशीष - वाणी

आज नव वर्ष का नव उदयन है, प्रभाती काकली संवर्धना से

अर्क-देवता अरुणा-वेग से

लालिभंगिमा में आत्मविकास करती हुई

उदीयमान होने को है-

नवीन आवेग से

अभ्युदयी नवीन आनंद सहित

नवीन लास्य विकिरण करती हुई; मलय के मधु संगीत में

भ्रमर के मधुगुंजन में

विहंग के मधु आह्वान पर

दोदुल नृत्य से

कंपित अनुकंपा में

जीवन-दीपना उत्वेतित करती हुई

वह अरुण उदित हुआ

कलकठोर आशीष-मार्त्तना में;

तुम लोग जागो,

सानुकंपी सहयोगी इष्टार्थ पारायण होकर

अभ्युत्थान के उदित आवेग से आत्मविकास कर लो,

यजन, याजन, इष्टभृति

तुमलोगों के उच्छलित जीवन-श्रोत में उद्भासित हो जाए-

सात्विक सुनिश्चित संवेग सहित

स्वतः स्वयं अभीदीपना में;

तुम लोग सुखी रहो,

स्वस्ति तुम सभी को संवर्धित कर दे, परिवार-परिवेश को लेकर

सुदीर्घ जीवन के अधिकारी बनो;

तुम लोगों का एक मंत्र हो,

एक उद्देश्य हो,

सत्तावरणी समवेदी

सानुकंपी सहयोगिता में

विशिष्ट रहते हुए भी

एकत्त्व में अभीदीप्त हो उठो-

संभ्रांत अनुचर्या लेकर

संवेगी सौजन्य-शीतल संवर्धना में;

इष्टनुग संहति में सुदृढ़ हो जाओ, प्रत्येक व्यष्टिजीवन

प्रत्येक व्यष्टि जीवन का

स्वार्थ-संभूत बन जाए परिवार परिजन एकत्वानुध्यायी बन जाए

प्रत्येक प्रत्येक के परिवेश सहित

इष्टर्थी एक-संवर्धना में

एकांत होकर चले;

जो दूर हैं, आगे बढ़ो उनकी ओर, अमृत मंत्र से अभिषिक्त कर दो, नजदीक ले आओ;

निकट हैं जो, आप्तिकृत कर दो

परस्पर-परस्पर को,

बहु जीवन उस इष्टार्थकेंद्र में,

केंद्रयित होकर

एक जीवन में उद्भासित हो जाए;

तुमलोग अभ्रांत बोधिसंपन्न बनो, असत्-निरोधी पराक्रम

तुम लोगों के सारे असत् को

तिरोहित कर दे,

अमृत के अधिकारी बनो,

सभी को अमृत निषिक्त कर दो, अमृत छंद में पदक्षेप करते हुए,

अमरा का अमृत उपभोग कर;

शांति, स्वस्ति व संवर्धना में

अभ्यार्थित हो

प्रत्येक "तुम" प्रत्येक दूसरे की आंतरिक अभिदीपना में;

और सब कुछ सार्थक हो जाए

उस एकांत में-ईश्वर में-अनुपम में ।

भारत की अवनति तभी से आरम्भ हुयी जबसे भारतवासियों के लिए अमूर्त्त भगवान असीम हो उठे - ऋषियों को छोड़ कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुयी ।

भारत! यदि भविष्यत् कल्याण का आह्वान करना चाहते हो, तो सम्प्रदायगत विरोध को भूल कर जगत के पूर्व पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धासम्पन्न रहो और उन्हें ही स्वीकार करो जो उनसे प्रेम करते हैं । कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है ।

(**सत्यानुसरण**)

आचोलना प्रसंग

प्रथम खण्ड पृष्ठ १-२

इन दिनों प्रचण्ड गर्मी पड़ रही है । दोपहर में आश्रम से सटे बालू की रेत गर्म हो जाती है जो आश्रम के आसपास की आबोहवा को गर्म बना देती है । दिन ढलने पर अवस्था सहनीय हो जाती है ।

आज तीसरे पहर में श्री श्री ठाकुर ने किशोरी दा के घर के निकट बबूल वृक्ष के नीचे लकड़ी वाले घर (फिलान्थ्रोपी ऑफिस) में बैठकी जमाई है। देखते देखते लोगों की भीड़ हो गई वार्तालाप आरंभ हुआ। हेम दा हिटलर की आत्मकथा श्री श्री ठाकुर को सुना रहे हैं श्री श्री ठाकुर ने उनसे एक जगह निशान लगाने कहा । हिटलर ने वहां यह कहा है जो हठात बड़े आदमी बन जाते हैं वह हीन अवस्थापन्न व्यक्तियों से मिल नहीं सकते हैं, भय होता है, कहीं लोग उनके पहले की दुरवस्था को लख लें तो उनका सम्मान कम जाएगा। श्री श्री ठाकुर ने इस बात को सुनकर कहा किंतु जो वस्तुतः बड़े लोग हैं वह ऐसे नहीं होते हैं। हेम दा ने हिटलर की जीवनी दिखाते हुए कहा- हिटलर ने ठीक ऐसी ही बातें लिखी हैं।

श्री श्री ठाकुर ने कहा- ऐसा हीनमन्यता बोध खत्म होने पर किंतु वह बड़े व्यक्ति बन जाते हैं। बातचीत के सिलसिले में श्री श्री ठाकुर ने कहा बाहर से हम गरीब लोगों की जो समस्या समझते हैं वह किंतु असली समस्या नहीं है उनके साथ घुल-मिल जाने पर ही समझा जा सकता है कि उनकी दिक्कतें क्या हैं और कहाँ हैं एवं उनमें सुधार लाने का रास्ता क्या है । साधारणतः मनुष्य के दुरभोग का कारण उसकी कुछ चरित्रगत त्रुटियां ही रहती हैं जिन्हें सुधारे बिना दुरभोग जाता नहीं है।

श्री श्री ठाकुर अपनी उस कहानी को कहने लगे कि किस तरह वह कुलियों के दल में मिलकर कुली बनकर कुली का काम करते हुए उनके दुखों से परिचित हुए थे।

बातें करते हुए श्री रामकृष्ण देव के विषय में श्री श्री ठाकुर ने कहा रामकृष्ण ठाकुर ने लोगों को क्या दिया इस बात को किसी ने समझा नहीं अनेकों तो उनका नकल करने की चेष्टा करते हैं किंतु नकल करने से क्या वैसा बना जा सकता है ?
काली दा(सेन) ने एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा की जो हाव-भाव, भंगिमा में श्री रामकृष्ण देव का अनुसरण करते थे। श्री श्री ठाकुर ने कहा- श्रद्धा रहने से ही बचोगे अन्यथा वैसा करना बहुधा विपद जनक होता है। वैशिष्ट्य को छोड़कर हीनत्व बोध की ताड़ना में कृत्रिम चाल-चलन से चलना अच्छा नहीं उसमें मनुष्य आत्म प्रतारणा के पथ पर आगे बढ़ता है ।

इस प्रसंग में शिशुपाल की चर्चा चली।
प्रफुल्ल- "स्वधर्मे निधनं श्रेयः परमधर्मो भयवाहः",
क्या इसीलिए कहा जाता है ?
श्री श्री ठाकुर - हाँ ।

इष्ट प्रसंग

प्रथम खण्ड
पृष्ठ संख्या १-२

सवेरे 5:00 बज कर 25 मिनट पर षोड़शी भवन में प्रार्थना हुई । 6:00 बजे श्री श्री पितृदेव घर के पश्चिम वाले बरामदे पर बैठे हैं । शरद का मेघ मुक्त आकाश है पक्षी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा और दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर आकाश में उड़ रहे हैं । कुछ ऐसे भी पक्षी है जो सामने वाले पेड़ की डाली पर बैठे बीच-बीच में चहचहा उठते हैं । हम लोग श्री श्री पितृदेव के सामने बैठे हैं । प्रसंग क्रम में श्री श्री पितृ देव बोले –

"इष्ट लागी कर्म करा,
से तो होलो पुण्य भरा"
(अर्थात इष्ट के लिए कर्म करना ही तो पुण्य से परिपूर्ण है)।

इष्ट केंद्रित चलन ही शांति लाता है । उस चलन में चाहे जितना भी दुख कष्ट क्यों ना आए फिर भी शांति उसी के जरिए ही आती है । प्रत्यक्ष और परोक्ष रुप से वही सुखी है जो इष्ट केंद्रित है । विकेंद्रित होने पर ही गड़बड़ी होती है ।

संकल्प से च्युत होना तो बहुत खराब है । सब इष्ट के ही काम हैं ऐसा सोचना चाहिए । जो सोचते हैं कि वह इष्ट का काम है और यह मेरा काम है उनसे भूल ही होती है । इसलिए ही तो बाधा विपत्ति अशांति रहती है ।

श्री श्री पितृदेव इस बार कुछ देर तक चुप रहे । हठात एक प्रसंग उठ गया था । टांगाइल (बंगलादेश) से विगत कल भोलानाथ सरकार नाम का एक भाई आया है । उम्र उन्नीस या बीस है । सरकार भाई इष्ट कार्य करना चाहते हैं । भवानी दा (राय) एवं जितेन दा (देवबर्मन) से उन्होंने सब कुछ कहा है । केवल पितृदेव की अनुमति से ही काम हो सकता है । श्री श्री पितृदेव विगत कल ही भाई की इच्छा को जान पाए हैं । आज सवेरे सरकार भाई श्री श्री पितृ देव का दर्शन करने उपस्थित हुए हैं । श्री श्री पितृदेव ने सरकार भाई को यह निर्देश दिया है कि वह अपनी सारी बातों को लिख कर दें कि वह किस शर्त पर इष्ट कार्य करने के लिए राजी हैं या निःशर्त भाव से करना चाहते हैं । उनके हाथों में सादा कागज और लिफाफा दिया गया । कागज हाथ में मिलते ही वह बड़े संकुचित हो बोले वर्तमान निवास स्थान से लौट कर आता हूं उसके बाद लिखूंगा । मैं थोड़ा सोच लेता हूं ।

तत्क्षण वह भाई श्री श्री पितृदेव के निकट से चले गए । श्री श्री पितृदेव बड़े ही गंभीर हो उपस्थित व्यक्तियों को लक्ष्य करते हुए बातें करते जा रहे हैं उन्होंने कहा - सारा विश्व ही परम पिता का राज्य है । हम उनके नायब हैं । उनका काम करते जा रहे हैं, यह बोध ही असल है । यह बोध ही हमारी एक प्राप्ति है । जिन्हें यह बोध है वह हाथी घोड़ा नहीं चाहते हैं मुक्ति भी नहीं चाहते हैं मोक्ष भी नहीं चाहते हैं ।

सामने जितेंन दा (देवबर्मन) बैठे थे । श्री श्री पितृदेव ने उनसे पूछा मेरी बातों को समझ रहे हो न ?
-जी हाँ । (जितेन दा ने गर्दन हिलायी)

एक-एक कर अनेक लोग उनके निकट आ रहे हैं । प्रणाम निवेदन कर रहे हैं परम आराध्य श्री श्री ठाकुर के उत्तर साधक एवं पथ प्रदर्शक के चरणों में । पौ फटने के पहले हर व्यक्ति सारे दिन के शुभ कर्म की प्रेरणा पाने प्रिय परम प्रतिभू का एक बार दर्शन कर लेना चाहते हैं । थोड़ी देर के बाद में बोले चलो हम सब ठाकुरबाड़ी चलें ।

हम सब उनके साथ ही साथ उठ गए ।

पुरी यात्रा : एक अविस्मरणीय अनुभव

स्वराष्ट्र श्रीवास्तव

BSc (Zoology), MA (English)

वाराणसी

भगवान जगन्नाथ की लीला भूमि पुरी से हर नर नारी भली भांति परिचित हैं । यह एक ऐसा मनोरम पुण्य तीर्थ है जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है । इसी कारण वश इस तीर्थ का भारत के सभी तीर्थों में एक अग्रणी स्थान है । नीलांचल वह पवित्र भूमि है जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीचरण रखे थे । नीलांचल में ही चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन किया था । अतः यह पुण्यभूमि अपने आप में एक साक्षी है ईश्वर की नर लीलाओं की ।

हम सत्संगियों के लिए भी इस स्थान का एक अलग ही महत्व है । 1923 वर्ष में भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने पुरी में अनेकों भक्तों के साथ पदार्पण किया था और इस पुण्य तीर्थ को और और भी पुण्य बनाया था । नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माता और पिता के आग्रह पर श्री श्री ठाकुर जी का पुरी धाम में शुभागमन हुआ था । स्वयं को मैं अत्यंत धन्य समझता हूँ कि ऐसे पावन लीला स्थल पर जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ ।

बात 3 वर्ष पहले की है जब कॉलेज की ओर से अध्यापकों ने हम सभी छात्रों को पुरी ले जाने का निश्चय किया । तारीख थी 19 मार्च 2014 । पुरी का नाम सुनते ही मानो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा । मैं आनंद से उछल उठा यह सोच कर कि प्रभु ने मुझे पुकारा है । यह ट्रिप तो एक बहाना है प्रभु से मिलन की बेला आई है । प्रभु ने अपने एक तुच्छ प्रेमी को याद किया है ।

बनारस स्टेशन से भोर की ट्रेन पकड़कर हम सभी मित्रगण शाम 5 बजे हावड़ा स्टेशन पहुंचे । भोजनोपरांत वहां से रात 8:00 बजे दूसरी ट्रेन पकड़ कर अगले दिन सवेरे 5:00 बजे भोर में पूरे रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हुए ।

पुरी का वातावरण इतना मनोहर था जिसकी शब्दों में व्याख्या कर पाना कठिन है । वहाँ की आबोहवा, मंद मंद बहती वायु शरीर मन और प्राण को एक अनुपम शीतलता प्रदान कर रही थी । मानो वायु भी भगवान जगन्नाथ के स्तुति गीत गा रही थी ।

ठाकुरबाड़ी पहुंचने के लिए मेरा मन अत्यन्त व्याकुल था। मुझे पता नहीं था स्टेशन से ठाकुरबाड़ी कितनी दूरी पर है । जो भी गुरु भाई पुरी होकर लौटते थे मैं उनसे एक ही प्रश्न किया करता था - ठाकुरबाड़ी स्टेशन से कितनी दूरी पर है । मानो उनकी आंखों से मैं ठाकुरबाड़ी का दर्शन करना चाहता था । आज मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस ठाकुरबाड़ी में जाने का । मैं एक हफ्ते से इसी उधेड़बुन में था कि होटल अगर ठाकुरबाड़ी से अधिक दूरी पर हुआ तो मैं अपने प्रभु का दर्शन कैसे कर पाऊंगा ।

हम बस में सवार हुए और निकल पड़े होटल की ओर । 10 मिनट बीत गए और रास्ते में एक अत्यंत सुंदर मंदिर दिखाई दिया जिसके बाहर लिखा था 'पुरी सत्संग ठाकुरबाड़ी' जिसे देख कर मेरा मन रोमांचित हो उठा । मैंने बस में बैठे-बैठे ठाकुर जी को प्रणाम किया और वंदे पुरुषोत्तमं ध्वनि दिया और अपने बगल में बैठे मित्रों को कहा कि यह मेरे गुरु का पुण्य मंदिर है । उन्होंने भी मेरे साथ दयाल को प्रणाम किया ।

अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ठाकुर बाड़ी से महज 200 कदम की दूरी पर हमारा होटल स्थित था । होटल में पहुंचते ही मैंने सामान रखा और अपने अध्यापक महोदय से अनुरोध किया कि वह मूझे मंदिर मे जाकर ठाकुर जी को प्रणाम कर आने की अनुमति दें । वह तुरंत राजी हो गए और मैं दौड़ पड़ा मंदिर की ओर ।

मंदिर का दृश्य इतना अनुपम था लगा मानो मैं यहां पहले भी आ चुका हूँ ।शायद पूर्व जन्म की कोई स्मृति थी जो उस क्षण जागृत हो गई थी । श्री श्री ठाकुर, श्री श्री बड़ माँ, श्री श्री बड़ दा, श्री श्री दादा को प्रणाम करने के बाद मैंने श्री श्री बड़ दा की समाधि पर मस्तक नवाया । उस परिवेश में मानो मैं खो जाना चाहता था ।

अगले 3 दिनों तक मैं रोज दिन में दो से तीन बार ठाकुरबाड़ी जाता रहा एवं अपने तन मन और प्राण को भक्ति जल से भिंगोता रहा । भोर में 4:00 बजे उठकर मैं नाम ध्यान करता और जब बाकी मित्र सो

रहे होते तो मैं चुपके से ठाकुरबाड़ी की ओर प्रस्थान कर देता और प्रार्थना में सम्मिलित होता । भ्रमण करने के पश्चात सभी मित्र जब रात को होटल में भोजन करते तो मैं ठाकुर बाड़ी में जाकर प्रसाद ग्रहण करता । अपने जीवन में इतना आनंद मुझे इसके पहले कभी भी प्राप्त नहीं हुआ था ।
हम लोगों ने तीन दिनों तक बहुत देर तक समुद्र में स्नान किया और अनेकों पर्यटक स्थलों पर गए जैसे नंदनकानन वन, छिलका जलाशय, सूर्य मंदिर इत्यादि । हर एक जगह एक अलग ही अनुभूति हुयी । सूर्य मंदिर में प्राचीन कलाकारों के कृत्य देखने का मौका मिला । छिलका में डॉल्फिन मछली देखा और नंदन कानन में अनेकों दुर्लभ वन्य जीवों के साथ साक्षात्कार हुआ । बहुत कुछ सीखने का मौका मिला ।

इसी बीच हम जगन्नाथ मंदिर भी गए । मंदिर का परिवेश बहुत अनुपम था । उस मंदिर की अपनी अलग महत्ता है । यह मंदिर सारे विश्व में विख्यात है । यह हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की एक पहचान है । उस मंदिर में जा कर के मुझे ऐसा ही एहसास हुआ जैसे मैं अपने ठाकुर जी के ही समीप आया हूँ । मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे ठाकुर ही स्वयं जगन्नाथ स्वरुप हैं ।

पुरी से विदा होने के एक दिन पूर्व मैंने अपने सभी मित्र गणों एवं शिक्षक गणों को संक्षेप में श्री श्री ठाकुर जी के विषय में बतलाया और आग्रह किया कि वह लोग भी मेरे साथ ठाकुरबाड़ी चलें ।

अगले दिन सुबह 11:00 बजे हमारी ट्रेन थी । ठीक 10:00 बजे हम दस मित्र जिसमें कुछ लड़कियां भी शामिल थीं ठाकुरबाड़ी में प्रविष्ट हुए । उन्हें ठाकुरबाड़ी का परिवेश आनन्द दायक लगा । उन सब लोगों ने मेरे साथ श्री श्री ठाकुर , श्री श्री बड़ माँ, श्री श्री बड़ दा, श्री श्री दादा को प्रणाम किया ।
जब हम होटल से स्टेशन के लिए निकलने लगे तो हम सभी मित्रों ने जोर जोर से वंदे पुरुषोत्तमं का नारा दिया । ज्ञात हो कि पुरी से नीलांचल एक्सप्रेस द्वारा मेरे सभी मित्र सीधा वाराणसी की ओर रवाना हो गए जबकि मैं जमशेदपुर स्टेशन पर उतर गया और देवघर प्रस्थान कर गया । देवघर में एक दिन व्यतीत करने के उपरान्त मैं घर वापिस लौटा ।

पुरी यात्रा का अनूठा अनुभव मेरी स्मृति में चिर दिनों के लिए उज्जवल रहेगा । मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द मुझे दोबारा पुरी जाने सुअवसर प्राप्त होगा ।
जय गुरु !

वंदे पुरुषोत्तमं !

मनुष्य

इ. जे. स्पेंसर , U.S.A

विगत महायुद्ध के समय एक शिक्षित अमेरिकन युवक-दल भारतवर्ष आता है फ्रेंड्स यूनियन सर्विस लेकर। उनमे से कुछ लोगों के मन में उत्सुकता प्रकाशित होती है भारतवर्ष की कृष्टि और संस्कृति का सम्यक परिचय पाने की। इस देश के अनेक जनहितकर एवं धर्म प्रतिष्ठान के संपर्क में ये लोग आते हैं।

ऐसे करते करते एकदिन सत्संग के प्राणपुरुष श्रीश्रीठाकुर अनुकुलचंद्रजी का सान्निध्य लाभ करते हैं। श्रीरामकृष्णदेव के प्रति इनकी प्रगाढ़ भक्ति और निष्ठा थी। उसी भक्ति के कारण ही वे श्रीश्रीठाकुर अनुकूलचन्द्रजी के भीतर श्रीरामकृष्णदेव को पाए और पाए उनके उपास्य भगवत तनय यीशु को। उसके उपरांत एक दल आश्रम में ही स्थायीरूप से रह गया -- परम निष्ठा के साथ जप, ध्यान, तपस्यापरायण होकर। और एक दल चला गया सुदूर अमेरिका में इस भावधारा के प्रचार के उद्देश्य से। जो लोग यहाँ रह गए मि. इ. जे. स्पेंसर उनमे से एक हैं। उन्होंने हॉवर्ड यूनिवर्सिटी से एम्. ए किया है तथा सत्संग में रहकर अंग्रेजी मासिक पत्रिका "Ligate" का सम्पादन किया है।

१९४५ साल ३० अगस्त की एक संध्या में पावना में मैंने श्रीश्रीठाकुर अनुकूलचंद्रजी के प्रथम दर्शन किए । उनके पहनावे में था बंगालिओं का प्रचलित पोषाक एवं वे थे एक पेड़ के निचे साधारण एक बेंच के ऊपर समासीन। आसपास कुछ नरनारी थे और शायद कुछ बकरीयां और बकरी के बच्चे । एक सेनाध्यक्ष महोदय बोल रहे थे, " वह परिवेश जैसे बाईबल युग की बात स्मरण करा दे रहा था ।"

मैंने जानना चाहा, वे कौन से आदर्श का प्रचार करते हैं। वे सामने बैठे लोगों को दिखाकर बोले, 'इनसे पूछो।' वे लोग बोले की ठाकुर जी की सेवा में उनका जीवन धन्य हो गया है, पूर्ण हो गया है और ठाकुर जी जब भी जो बोले हैं वही उनके जीवन में यथार्थ घटित हुआ है।

मैंने पूछा , " सत्य क्या है ?"

ठाकुर जी बोले, " जो तुम्हारे जीवन और वृद्धि के अनुकूल है, वही है सत्य।" समझ गया की ठाकुर जी सहज, स्वाभाविक, वास्तव ज्ञानसम्पन्न व्यक्ति हैं।

परन्तु असाधारण चीज़ें भी देख पाया। बात करने पर ही उनकी दोनों आँखों के उर्ध्व में दृष्टि निबद्ध होती हैं। चलने पर दोनों पैर जैसे शून्य में चलते हैं, मिट्टी स्पर्श नहीं करते। जैक ने लक्ष्य किया, उनकी शिशु की भाँति उन्मुक्त अभिराम हँसी। लेकिन हम दोनों ने ही समझा की ठाकुर जी 'प्रोफेट' नहीं हैं। कारण उनके लक्षण कहाँ दिख रहे हैं ? लेकिन यह सही है की वे साधारण नहीं हैं , वे असाधारण हैं।

मैंने पूछा, " प्राच्य में इतने आध्यात्मिक पुरुषों का आविर्भाव हो रहा है किन्तु पाश्चात्य का क्या होगा -- वहाँ तो अवतार की ज्यादा आवश्यकता है। "

ठाकुरजी ने सहास्य उत्तर दिया, " पूर्व और पश्चिम एक ही समय पर सूर्य को नहीं देख पाते। किन्तु एक व्यक्ति जब भी सूर्य को देखता है दूसरा तभी चाँद को देख सकता है।

लोग कहते हैं प्रथम दर्शन का भाव ही स्थायी रूप से मन में रहता है, मेरे क्षेत्र में भी वही हुआ । जितना ही उनका संग किया उतना ही 'वे असामान्य रूप से स्वाभाविक हैं' यह मेरे मन में आने लगा । परन्तु असमान्य थी उनकी अविचलता ! झगड़ालू लोग उनके सामने ही झगड़ा कर रहे हैं, वे कौतुहल के साथ उपभोग कर रहे हैं। अंत में वे लोग जब विचार के लिए उनके पास आए, वे एक क्षण में ही सब मिटा दिए। सुविचार तो सही है किन्तु इस विचार पद्धति ने मुझे याद दिला दिया तेरहवी शताब्दी के सेंट लुईस के वृक्ष के निचे के विचारालय की बात। उनके विश्राम में बाधा पैदा कर शायद कोई उद्विग्न जननी उसके रुग्ण संतान के लिए परामर्श लेने आयी थी या फिर विपथगामी संतान का परिवर्तन कैसे हो सकता है उसका निर्देश

जानना चाहती थी -- वे विश्राम भूलकर क्या करना होगा वह बतला दिए। ज़रूरत पड़ने पर ही सभी उनके पास दौड़ आते हैं, समय असमय विचार विवेचना नहीं करते। उन्हें भी आलस्य नहीं, थकावट नहीं -- है अचंचल सहिष्णुता। सभी पुकार को सहारा देते हैं, सब समस्या का समाधान देते हैं। सभी का प्रयोजन ही पूरण कर सकते हैं। कर सकते हैं शायद इसीलिए वे सदा ही प्रशांत हैं। कोई कुछ में ही उनकी स्वभावसिद्ध प्रशांति नष्ट नहीं होती। कोई कोई कहते हैं उनके पास जाने से ही मन अपने आप शांत होने लगता है, मेरा भी यही मानना है। लगता है उनके प्यार की तरह उनका प्रशांत भाव भी जैसे छू रहा है। एक अमेरिकन युवक ने मंतव्य दिया, " इस मनुष्य के चतुर्दिक समस्त परिवेश ही ऐसा प्रशांत गंभीर भाव लेके विराजमान था की मैं जो प्रश्न उनसे पूछने के बारे मे सोच रहा था, जो - समस्या मुझे परेशान कर रही था वह सब भूल गया। मेरी समस्या जैसे क्षणभर में गायब ही हो गयी ।"

प्यार और शांति यह है मनुष्य का चिरंतन लक्ष्य। किन्तु लोग प्रायः कहते हैं जीवन में इसके ऊपर खड़े होकर चलना संभव नहीं है। किन्तु ठाकुर जी वैसे चलते हैं, कोई समझौता नहीं करते। ठाकुर जी के मत में भालोबासा (प्यार) मतलब जिसको प्यार करते हैं उनको ख्याल ख़ुशी से चलाना नहीं बल्कि प्रेमास्पद का जिससे अच्छा होगा वही सब करना -- उनके भालो (अच्छे) में वास करना । ठाकुर शब्द का मतलब वे कहते हैं, जो ठोकर (धक्का) देते हैं। ठाकुर मनुष्य की प्रवृत्ति के ऊपर ठोकर देते रहते हैं स्नेहपूर्ण भाव से, जितने दिन तक मनुष्य उस प्रवृत्ति के बंधन और शोक से मुक्त नहीं होता । ठाकुर जी के मत में, शांति मतलब अक्षमता और दुर्बलता के समक्ष हार स्वीकार करना नहीं है, बल्कि क्रमागत विषय का नियंत्रण करना -- अंदर और बाहर का -- और समय समय पर उसके लिए बल प्रयोग की भी ज़रूरत होती है।

अरुण नाम का एक लड़का अपने जीवन की एक घटना का गर्व के साथ वर्णन किया और उसके माध्यम से प्रमाणित करना चाहता था उसके हमउम्र लोगों में उसकी प्रसिद्धि की बात। जब उसकी उम्र कम थी तब भी उसका प्रधान खेल था साँप पकड़ना और हमउम्र लड़कों के मुँह के ऊपर छोड़ना। एकबार एक विषाक्त साँप पकड़ा और वही करने को सोच रहा था, लेकिन उसके पहले ही उसका एक दोस्त भयभीत होकर ठाकुर जी के पास जाकर बोल दिया। ठाकुर जी ने तुरंत अरुण को और उसकी माँ को बुलावा भेजा। उसके बाद पेड़ से एक सख्त टहनी तोड़कर अरुण को खूब मारे, अरुण बोला की वो जब भीषण मार खा रहा था तभी देखा ठाकुर भी बहुत गुस्से में हैं लेकिन बाद में फिर व्यथा की जगह पे लेप लगाने के लिए ठाकुर अरुण के लिए मरहम भेज दिए । लेकिन अरुण से ज्यादा ठाकुरजी खुद के हाथ की वेदना से अधिक दिन कष्ट भोग किये।

एकदिन देखा ठाकुर जी एक आदमी को पकड़ के मार रहे हैं -- उस आदमी ने अपनी पत्नी को मारा था इसीलिए । लेकिन मैंने लक्ष्य किया जो हाथ से ठाकुर जी ने उसको मारा उस हाथ की व्यथा जाने मे कितने सप्ताह लग गए। अरुण उस घटना के बाद और फिर कभी साँप को हाथ नहीं लगाता, और वह जानता था की ठाकुर जी उसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।

(क्रमशः ...) Source : 'ईष्टमनने' ग्रन्थ
अनुवादक : सुमित पटेल,
PGPM (Marketing), IBS Mumbai,
Marketing Executive
www.lexsite.com
बदलापुर, जिला - ठाणे , महाराष्ट्र

नारी का सुगठित चरित्र

श्रीमती अलंक्रिता सिंह, जमशेदपुर

आज कल के युग मे मुद्दे तो हज़ारो हैं, जिन्हें हम सुधारना और सुधरते हुए देखना चाहते हैं। पर मूल मुद्दे से सबका ध्यान हट चूका है या फिर ये कहा जाये की इसपे कोई ध्यान देना ही नही चाहता और न तो कोई इसे देश की दुर्गति का कारण मानता है। श्री श्री ठाकुर जी की बातें बस किताबों के लिए नही हैं और ना ही किसी निर्धारित समय तक के लिये सिमित हैं । ये बातें युगों युगों के लिये हैं । नारी के विषय मे श्री श्री ठाकुर जी ने अनगिनत बातें कही हैं, इसका कारण यही है कि नारी ही जीवन का मूल आधार है, जननी है । नारी अगर हर कर्म मे सही ना हो तो जीवन में किसी की भी उन्नति संभव नही है। इसिलए माता पिता लड़कियों को सही शिक्षा दें ये बहुत ही जरुरी है।

लड़किओं को ऐसा बनाना चाहिए जिससे हर कोई उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखे, उनमे ऐसा व्यक्तित्व गढ़ना चाहिए कि कोमल और कठोर दोनो चीजों का समावेश हो, जिससे भृकुटि (frowning) देख कर गलत धारणा रखने वाले लोगों की रूह कांप जाये। भविष्य सुधरे इसके लिये नारी को सुधारना बहुत जरुरी है। इनके द्वारा ही भविष्य मे संतान संततियों के चरित्र गठन होंगे।

श्री श्री ठाकुर जी लड़कियों की शिक्षा पर कहते है कि पढ़ाई बहुत जरुरी है पर इतना भी नही की वो अपने मूल शिक्षा से दूर हो जाये, जो की बचने बढ़ने के लीये सबसे जरुरी है। लड़कियों मे अगर पहनावा, सेवा, प्रेम भावना, उदारता, सहंशीलता इन सबका विकास नही हुआ तो सारी यूनिवर्सिटी की शिक्षा बेकार है। ऐसी शिक्षा का क्या लाभ जो हमे मर्यादा मे रहने ना सिखा पाये, जीवन वृद्धि में किसी का सहायक ना बना सके, किसी के दुःख मे मरहम लगाने का न समय निकल सके, किसी के लिये अपने जीवन को काम मे ना ला सके, तो क्या मतलब ऐसी शिक्षा का जो बस कोर्स बुक तक सिमित रह जाये।

इस संसार मे आना और अपने संसार को चलाना इतना आसान नही है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, हमारे देश मे ऐसी स्त्रियां हैं जो स्वामी के बिना जीने के बजाय, स्वामी के साथ साथ चले जाने की कामना करती हैं और वैसा करती भी हैं। मरने की ईच्छा रखने वालों की श्री श्री ठाकुर जी प्रसंशा नही करते। लेकिन इसके पीछे जो स्वामी के प्रति उनकी अनुराग तीव्रता है, वही है परम अमृत। यही निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा जो इंसान को जन्म मृत्यु से परे ले जाता है और यही है स्वर्ग का राजपथ।

पुरुषों का मन ख़राब या अशांत रहे, तो और किसी को नही पर घर आकर अपनी पत्नी को कुछ सुना सकता है, और पत्नी भी ये सब समझती है और सोचती है कि शायद पति का मन ठीक नही होगा, गुस्से में है, अभी कोई बात नही करना ही अच्छा होगा और डरते हुए पति के गुस्से को ठंडा करती है। फिर बाद मे सब भूलकर अच्छी बातें करने लगते हैं दोनो। दुःख कष्ट के बीच भी ऐसे संसार चलता है, शांति नष्ट नहीं होती। जो स्त्री, स्वामी और अपने परिवार ऐसे समझ बूझकर चलती है, वो घर खुशहाल रहता है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति की नकल करके स्त्रियां, नारी स्वाधीनता आंदोलन कर कर के हर घर मे अशांति को बुलावा दे रही हैं। जिस नारी का धर्म ही संसार के अधीन होकर, प्यार देकर, सेवा देकर, दुख सहकर, सबको अपना बनाकर जो आधिपत्य और स्वाधीनता अर्जन करे वही तो असली नारी स्वाधीनता है।

"Cooperative interdependent serviceable run of life is liberty" (सहयोगी पारस्परिक निर्भरशील सेवापरायण जीवनगति ही है स्वाधीनता)... श्री श्री ठाकुर।

लेकिन पाश्चात्य संस्कृति मे स्त्रियों के साथ थोड़ा कठोरता से बात करने पर क्रूएल ट्रीटमेन्ट (कठोर व्यवहार) के तहत पति के विरुद्ध डाइवोर्स सूट (विवाह विच्छेद मामला) कर सकती हैं। मतलब अगर स्त्रियां गलत करे तो भी पुरुष शासन नहीं कर सकता, उसे डर कर रहना पड़ता है। ये कैसा जीवन है? इससे लाख गुना अच्छा है खपड़े के घर मे पानी भात (पांता भात) खाकर रहना। जो पत्नी को खाना नही दे सकता, वो भी जानता है कि पत्नी के ऊपर उसका अधिकार है, और पत्नी भी समझती है कि पति उतना नही कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो जीवित है तो कोई उसका सुहाग उससे नही छीन सकता।

ये सोच आज कल विलुप्त होती जा रही है। और इसका कारण है गलत विवाह , और अच्छी परवरिश का अभाव। जब तक विवाह सही निती-विधि अनुसार

ना हो, परवरिश उचित ढंग से ना हो, हमारी सभ्यता का सम्मान करना हम नही सीखेंगे, तब तक कुछ नही होने वाला। देश का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिये नारी को नारी के वैशिष्ट्यानुसार चाल-चलन, सभ्यता और चरित्र का गठन करना होगा, तभी हम सब एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं, और अगर ये नही हुआ तो देश में विकृत मानसिकता और गन्दगी के सिवा कुछ नही मिलेगा। निष्ठा और भक्ति के द्वारा अपने वैशिष्ट्य मे अक्षुण्ण रह कर नारी यदि चाहे तो असंभव को संभव कर सकती है, चाहे कोई भी बाधा आये उसे वो मुस्कुराके झेल सकती है, ईश्वर हमेशा उसके साथ ही चलते हैं, बस जरुरत है उनकी हर बातों का निष्ठापूर्वक पालन करने की, और अगर अपने तरीके से जीवन यापन करना है तो ईश्वर से मंगल की कामना करना भी पाप है। मंगलदाता के मंगल के अधिकारी हम तभी हो सकते हैं जब उनकी नीतियों का हम निष्ठा के साथ पालन करें।
"वंदे पुरुषोत्तमम"
जयगुरु

Odia content

ଓଡ଼ିଆ ସୂଚୀପତ୍ର

୧. ସତ୍ୟାନୁସରଣ

୨. ନାମଧାନ — ପ୍ରଦ୍ୟୋତ କୁମାର ନାୟକ

୩. ଅମୃତ ପଥର ଯାତ୍ରୀ — ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ

"ଭାରତର ଅବନତି (degeneration) ସେହି ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ ଅସୀମ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି—ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଭାରତ! ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ଚାହ, ତେବେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ବିରୋଧ ଭୁଲି, ଜଗତର ପୂର୍ବପୁର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ– ଆଉ ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ (attached) ହୁଅ,- ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କୁହିଁ ସ୍ୱୀକାର କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲପାଆନ୍ତି । କାରଣ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ।"

(ସତ୍ୟାନୁସରଣ)

ନାମଧ୍ୟାନ

ପ୍ରଦ୍ୟୋତ କୁମାର ନାୟକ
Msc Ag (Horticulture),
OUAT, ଭୁବନେଶ୍ୱର,
ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, " ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ।" ଆଉ ଯୁଗପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି, " ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆପ୍ତି ।" ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁଣକୁ ନିଜ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଫୁଟାଇ ତୋଳିବାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆପ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣ-ପାଳନ-ସଂବେଗସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ।

ଆମେ ନାନାରକମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏହା ଭୁଲିଯାଉ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉ, ଫଳରେ ଜୀବନଟା ନିରର୍ଥକ ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ।

ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିୟତ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସତନାମ ସାଧନା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ରୀତି-ନୀତି ପାଳନ କରି ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଆସେ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ସହଜାତ ଗୁଣ ପରିସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ ଓ କ୍ରମେ ଇଶିତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ । ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆସେ ସାର୍ଥକତା ଓ ଦକ୍ଷତା ।

ନାମଧ୍ୟାନ ମାନେ ସତନାମ ଜପ କରିବା ଓ ସେହି ନାମର ନାମୀପୁରୁଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା । ନାମ ହେଉଛି ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଭିନ୍ନ ପରିଭାଷା । ବୀଜମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, " ଏକ ଏକ ରକମ stimulus ଦ୍ୱାରା ଏକ ଏକ ରକମ ଜୀବ ଏକ ଏକରକମ ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ । ଏହି ଶବ୍ଦ ହେଲା stimulus ଦ୍ୱାରା ଯେପରି sensation ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା ତାହାର expression ବାଚକ ବା ବର୍ଣ୍ଣ । ମଣିଷ ଯେପରି ଯେପରି stimulus ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ, ସେଇ sensation ର ଶବ୍ଦ ହେଲା ସେଇ sensation ର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ରୂପ । ପୁଣି, ମନେ ମନେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପକରି ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଏଇ ରକମ stimulus ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଲେ ସେହିପରି sensation, feeling ଓ observation ଘଟିଥାଏ । ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ଦ୍ୟୋତକ stimulus ବାଚକ ବା ବର୍ଣ୍ଣ । ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଜପ କରିବାର ରୀତି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଅଛି । (ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ, ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୬୫)

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯୁଗ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ ସୃଷ୍ଟିର ଉର୍ଦ୍ଧତମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରର ଦ୍ୟୋତକ ହିସାବରେ ସଚ୍ଚମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସତନାମ ସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଉତ୍ସ, ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ପରିପୋଷିତ ହୁଏ । ଏହି ନାମକୁ ମଣିଷ ଯଦି ଆକୁତି ନେଇ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆଜୀବନ ଆପ୍ରାଣ ଅନୁଶୀଳନ କରେ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ହିଁ ଅନେକ ଦୂର ଆଗେଇ ଯାଇପାରେ ।

ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସତନାମ ଅନାହତ ଭାବେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁଦିନର ଅବହେଳା ହେତୁ ମଥାରେ ଯେଉଁସବୁ ପଟୁ ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାପାଇଁ ଅନୁଭୂତି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି । ତାକୁ ଫଟାଇ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନାମଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣୋତ୍ତର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଜପ-ଧ୍ୟାନ, ଯାହାକୁ 'ଯଜନ' ବି କୁହାଯାଏ । ଜପ-ଧ୍ୟାନ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସତନାମ ଜପ କରିବା ଏବଂ ସେହି ନାମୀପୁରୁଷଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ।

ନାମଜପ ମନେ ମନେ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏହି ଜପର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ । ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ । ସଦାସର୍ବଦା — ଉଠିବା, ବସିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ସବୁବେଳେ ନାମଜପ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ । ଥରେ ନନୀଦା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ

ଚରଣପ୍ରାନ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି । ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ହଠାତ୍ ନନୀଦାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, " ନନୀ, ଚଳଛେ ତୋ ?" (ନନୀ, ଚାଲିଛି ତ ?) ନନୀଦା ହତଭମ୍ବ ହୋଇ ଟିକିଏ ପରେ କହିଲେ, " ଆଜ୍ଞା, ହଁ ।"

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କହିଲେ, " ତଖନ ଚଳଛିଲୋ ନା, ଏଖନ୍ ଚଲେଛେ ।" (ସେତେବେଳେ ଚାଲୁ ନଥିଲା, ଏବେ ଚାଲିଲା ।) ତାର ମାନେ ଅବିରାମ ଭାବରେ ନାମଜପ ଚଳେଇ ରଖିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଏପରିକି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କହିଲେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ନାମ କରି କରି ଶୋଇଲେ, ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନାମ ଚାଲିଥାଏ । ଏହାର ଇଙ୍ଗିତ ମିଳେ ଉଠିବା ସମୟରେ । ଅନବରତ ଓ ଅବିରତ ଭାବରେ ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ନାମାଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କହିଛନ୍ତି — " ନାମ କରବି ପଞ୍ଜାବ ମେଲେର ମତନ୍ ।" (ନାମ କରିବୁ ପଞ୍ଜାବ ମେଲ ଭଳିଆ । ଅର୍ଥାତ୍, ପଞ୍ଜାବ ମେଲ ଯେମିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲେ, ସେହିପରି ଦ୍ରୁତତାର ସହିତ ନାମଜପ କରିବୁ ।)

ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, " ନିଶ୍ୱାସ-ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହଲେ ଦୁ-ବାର୍, ନାମ ହବେ ଆଠ-ଦଶବାର୍ ।" ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଟାଣ ରଖି ଏହି ନାମଜପ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଏ, ବହୁତ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି , ଅଥଚ ଧ୍ୟାନ କହିଲେ କ'ଣ ତାହା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ । Concentration ନହୋଇ fixation ହୋଇଯାଏ । ମସ୍ତିଷ୍କର କାମ ନିକାଶ ହୋଇଯାଏ ।

ଧ୍ୟାନ ମାନେ ହେଲା ଅନୁରାଗମୁଖର ହୋଇ ଇଷ୍ଟସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କରି, ଭିତର-ବାହାରର ଯାହାସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ସମାଧାନର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିରୀକରଣ । ଏହିଭାବ ଚିନ୍ତା କରି, ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର କରି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ପରିଣତ କରିବା ଦରକାର । ସେଥିରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ । ଚରିତ୍ରର ଇଷ୍ଟାନୁଗ ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ।

ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଚାଦରରେ ଆପାଦମସ୍ତକ ଆବୃତ କରି, ସୁଖାସନରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ । ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତିର ଭ୍ରୂଦ୍ୱୟ ଓ ନାସାମୂଳର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରୀତିନେତ୍ରରେ ପଲକଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କିଛିସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ସତନାମ ଜପ କରିବାକୁ ହୁଏ । ତାପରେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦକରି ନିଜ ନାସାମୂଳରେ ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଭାବ ଆଦି ଚିନ୍ତାକରି ନାମଜପ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଯେତେକ୍ଷଣ ପାର ବା ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ତଦୁର୍ଦ୍ଧକାଳ ପର୍ଯନ୍ତ ଏହିପରି କରିଯିବାକୁ ହୁଏ ।

ଧ୍ୟାନବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଅବାନ୍ତର ଚିନ୍ତା ଆସି ମନକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ସେଗୁଡିକ ଆଡ଼େ ନଜର ନଦେଲେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ । ଆଉ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ । ଆଜେବାଜେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲେବି ଧ୍ୟାନ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେସବୁକୁ ଇଷ୍ଟଭାବରେ ଭାବାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ । ଆହୁରି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଚିତ୍ତରେ ନାମଧ୍ୟାନ କରିଚାଲିଲେ ମନ କ୍ରମେ ତନ୍ମୟ ଓ ତନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ ।

ନାମଧ୍ୟାନ କରିବାର ସମୟ :-

ଦିନମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଦୀକ୍ଷାରେ କୁହାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଣୀ, " ଉଷାରେ ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରସାଧନ ..." ସୁଚାଇଦିଏ ଯେ ଦୁଇଥର କରିବା ଭଲ । 'ପୁଣ୍ୟପୁଁଥି' ରେ ତିନିଥର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଓ 'ତପୋ-ବିଧାୟନା' ରେ (ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ, ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୩) ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନିଥରର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି —

" ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ତପଃ-ଉପାସନା ପକ୍ଷେ
ଉଷା ବା ବ୍ରାହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ସାୟଂକାଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ,
ତା ଭିତରେ ପୁଣି
ବ୍ରାହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ।
ମାନସିକ ଜପ ସର୍ବକାଳେ ହିଁ ଶ୍ରେୟ ..."

ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, " ଆମି ଯଖନ୍ ସମୟ ପେତାମ୍, ତଖନଇ ଚାଦର ମୁଡ଼ି ଦିୟେ ବସେ ପଡ଼ତାମ୍ ।"

ତେବେ ଥରେ କଲେ ଉଷା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର । ଉଷା ହେଉଛି, " ଡାକୁଥାଏ ପକ୍ଷୀ ନ ଛାଡି ବସା, ଖନା କହେ ସେଇଟା ଉଷା ।" ଉଷା ନିଶା କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଦିନ ଶେଷରୁ ନିଶା ଆରମ୍ଭ । ଦିନ ଓ ରାତିର ସଂଧିକ୍ଷଣରେ ନାମଧାନ କଲେ ଇଷ୍ଟସଂଯୋଗ ସହଜ ହୁଏ ।

ନାମଧାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ?

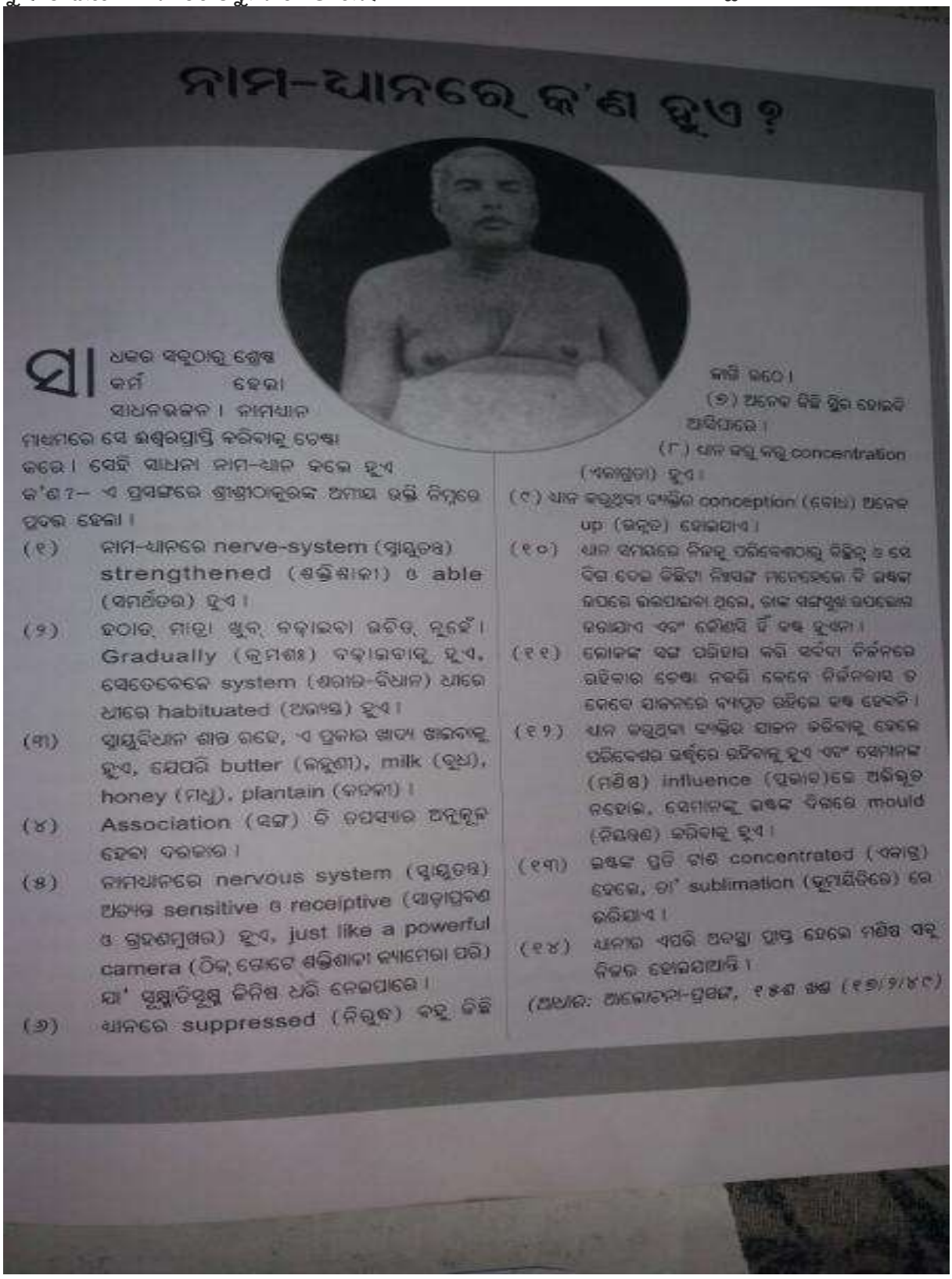

ନାମ-ଧ୍ୟାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ?

ସାଧକର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହେଲା ସାଧନଭଜନ । ନାମଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଈଶ୍ୱରପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ସେହି ସାଧନା ନାମ-ଧ୍ୟାନ କଲେ ହୁଏ କ'ଣ ?– ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ଅମିୟ ଉକ୍ତି ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

(୧) ନାମ-ଧ୍ୟାନରେ nerve-system (ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର) strengthened (ଶକ୍ତିଶାଳୀ) ଓ able (ସମର୍ଥତର) ହୁଏ ।

(୨) ହଠାତ୍ ମାତ୍ରା ଖୁବ୍ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । Gradually (କ୍ରମଶଃ) ବଢ଼ାଇବାକୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ system (ଶରୀର-ବିଧାନ) ଧୀରେ ଧୀରେ habituated (ଅଭ୍ୟସ୍ତ) ହୁଏ ।

(୩) ସ୍ନାୟୁବିଧାନ ଶୀଘ୍ର ଗଢ଼େ, ଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ, ଯେପରି butter (ଲହୁଣୀ), milk (ଦୁଧ), honey (ମଧୁ), plantain (କଦଳୀ) ।

(୪) Association (ସଙ୍ଗ) ବି ତପସ୍ୟାର ଅନୁକୂଳ ହେବା ଦରକାର ।

(୫) ନାମଧ୍ୟାନରେ nervous system (ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର) ଅତ୍ୟନ୍ତ sensitive ଓ receiptive (ସାଡ଼ାପ୍ରବଣ ଓ ଗ୍ରହଣମୁଖର) ହୁଏ, just like a powerful camera (ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାମେରା ପରି) ଯା' ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଧରି ନେଇପାରେ ।

(୬) ଧ୍ୟାନରେ suppressed (ନିରୁଦ୍ଧ) ବହୁ ଜିନିଷ ଜାଗି ଉଠେ ।

(୭) ଅନେକ କିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ଅସିଧାରେ ।

(୮) ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ concentration (ଏକାଗ୍ରତା) ହୁଏ ।

(୯) ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର conception (ବୋଧ) ଅନେକ up (ଉନ୍ନତ) ହୋଇଯାଏ ।

(୧୦) ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ନିଜକୁ ପରିବେଶଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ସେ ବିଷ ତେଲ ଚିହ୍ନିବା ନିଃସଙ୍ଗ ମନେହେଲେ ବି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ ଏବଂ କୌଣସି ହିଁ କଷ୍ଟ ହୁଏନା ।

(୧୧) ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗ ପରିହାର କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଜନରେ ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା ନକରି କେବେ ନିର୍ଜନବାସ ଓ କେବେ ଯାଜନରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିଲେ ଭଲ ହେବନି ।

(୧୨) ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିବେଶର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ (ମଣିଷ) influence (ପ୍ରଭାବ)ରେ ଅଭିଭୂତ ନହୋଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦିଗରେ mould (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) କରିବାକୁ ହୁଏ ।

(୧୩) ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ concentrated (ଏକାଗ୍ର) ହେଲେ, ତା' sublimation (ଭୂମାସିଦ୍ଧିରେ) ରେ ଚଢ଼ିଯାଏ ।

(୧୪) ଧ୍ୟାନୀର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଣିଷ ସବୁ ନିଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।

(ଆଧାର: ଆଲୋଚନା-ପ୍ରସଙ୍ଗ, ୧୫ଶ ଖଣ୍ଡ (୧୭/୨/୪୯)

ଅମୃତ ପଥର ଯାତ୍ରୀ

ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ
B.E (Electrical)
Bangaluru, Karnataka, India

ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ସୈନିକ ଆମେରେ
ଅମୃତ ପଥର ଯାତ୍ରୀ
ଅଜର ଅମର ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ
ନାହିଁ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତି କ୍ଲାନ୍ତି ।୧।
ନବୀନ ତପନ ଉଇଁଛି ଆଜି
ଧରା ଆଜି ମଧୂମିତ
ଅନ୍ଧକାର ବକ୍ଷ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି
ଦଶଦିଶ ଆଲୋକିତ ।୨।
ଏଇ ଦେଖ ହାତଠାରୀ କିଏ ଡାକେ
ସେହି ଦୂର ଦିଗନ୍ତରେ
ଆହାକି ମଧୁର ଶାନ୍ତିର ନିର୍ଝର
ତା' ମଧୁର କଣ୍ଠ ସୁରେ ...।୩।
ହୃଦୟର ବନେ ମଧୁମୟ ସ୍ୱନେ
ଅପୂର୍ବ ରାଗିଣୀ ଛନ୍ଦେ
ବାହୁଛନ୍ତି କିଏ ମୋହନ ମୂରଲୀ
ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରମାନନ୍ଦେ ।୪।
ପ୍ରେମର ଅଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଯା' ନେତ୍ରେ
ପୂତ ପବିତ୍ର ଯା' ମନ
କରିସେ ପାରିବ ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ
ସାନନ୍ଦରେ ଦରଶନ ।୫।
ନାହିଁ ରୋଗଶୋକ ନାହିଁରେ ବିଷାଦ
ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବିଲୟ
ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭବ ପାରାବାରେ
ଲଭରେ ଆଜି ବିଜୟ । ୬।

କିଏ ଅଛ ଆର୍ତ୍ତ ଦୁଃଖୀ ତାପିତ
ମୁକ୍ତିକାମୀ ଜୀବ ବଦ୍ଧ
କୋଳାଗ୍ରତ କରି କେବେ ଡାକନ୍ତି ସେ
ପ୍ରାଣ ହେବ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ।୭।
ଜୀବନ ତୃଷ୍ଣାର ହୋଇବ ନିର୍ବାଣ
ମୋକ୍ଷ ହେବ କରାୟତ
ନିଷ୍ଠା ନିପୁଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଭରେ
ଶ୍ରୀପାଦେ ହୁଅ ଆଶ୍ରିତ ।୮।
ଅମୃତମୟ ସେ ପବିତ୍ର ନାମ
ପାପ ତାପ ନିଏ ହରି
ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଯଜ୍ଞେ ହୁଅ ଆଗୁଆନ୍
ଶ୍ରୀଚରଣ ତାର ସ୍ମରି ।୯।

English content

Table of contents

1. Satyanusaran

2. His holy sayings

3. Alochana Prasange (Discourses with the Lord)

4. Conversion and Initation in Sri Sri Thakur's ideology

----- Rajarshi Roy

5. Sri Sri Thakur on Law and order

----- Sthiti Dasgupta

6. Indespensability of a Living Ideal in man making

----- Sushant Mohanty

7. Towards a new life (short story)

----- Riddhi Dipan Dasgupta

8. Information for the contributors and Subscribers

9. Editorial

The degeneration of humanity began at that moment when the unseen God was made infinite and, ignoring the Seers, the worship of Their Sayings began.

Oh Mankind! If you desire to invoke your good, forget sectarian conflict. Be regardful to all the past prophets. Be attached to your living master or God and take only those who love Him as your own. Because all the past Prophets are consummated in the divine Man of the Present.

(The Satyanusaran)

The booming commotion
of Existence
that rolls
in the bosom of the Beyond,
evolves into a
thrilling rhyme
and upheaves
into a shooting Becoming
of the Being with echoes
that float
with an embodiment of Energy-
that is Logos, the Word —
the Beginning !

(Chalar sathi)

Do love the Lord

And him who fulflls Him

and do forbid

and resist the cross

that He shall be crucified

no more!

(Magna Dicta 36)

He who is fulfiller the Best of the present age
is Nurturer of individual distinctiveness
and all-fulfilling ;
He is the Kohinoor of the past Prophets,
and furthermore, He is the inspiration
that welcomes His future Advent.

(Adarsha Binayak 198)

These days have been extremely hot -- specially at noon, the sand from the adjacent shores of the Ashram aggravates the temperature and makes the atmosphere fiery. With gradual ascend of time, the weather becomes somewhat tolerable.

Today afternoon Sri Sri Thakur sat along with a gathering at the wooden house of Bablatala near Kishori da's room. Gradually, people gathered around Him and the discussions went on in full flow. Hemda was telling Sri Sri Thakur about the autobiography of Hitler. Sri sri Thakur asked him to underline a certain portion -- There, Hitler has said, "Those who are upstarts can not mix up with people in servile state. They are afraid that their previous miseries, if gets exposed, might decrease their respect in front of others. " Hearing this, Sri sri Thakur said, "But those who are truly great do not go this way." Hemda showed from Hitler's autobiography that he too has echoed the same words as Sri Sri Thakur.

Sri sri Thakur said,"If this inferiority complex wears away, these people ascend to greatness. (In the course of conversation Sri sri Thakur said) Whatever problem does a poor man faces apparently may not be the actual problem at all. Only by mixing with them completely as one, may we understand where and what their actual problem is and can understand it's solution. Behind misery, lie certain faults in the character. Without rectifying those faults, the miseries can not be driven away.

Sri sri Thakur shared HIS own experiences regarding how HE became a coolie Himself and mixed up with a group of coolies to understand the problems they face.

In the course of conversation, Sri Sri Thakur said about Ramkrishnadev -- no one understood what Ramkrishnaddev gave us. Many tried mimicing His divinity but in vain.Is it even possible to mimic Him? Kalida refered about someone that by various ways a person tried to imitate Ramkrishna dev. Sri sri Thakur said, "If that is done without admiration it might prove to be dangerous. Driven by the drive of inferiority complex and omitting the innate characteristics if someone goes on in the path of artificiality, then he surely proceeds on the way of self betrayal. In the course of this conversation, Shishupal was also discussed about.

Prafulla : "Swadharme Nidhanam shreya paradharmo bhayabaha". Is this verse pointing towards the same topic?

Sri Sri Thakur—Yes.

To be continued in next issue...

Conversion and Initiation in Sree Sree Thakur Anukulchandra's ideology

Rajarshi Roy,

Senior IT Consultant

London

Religious conversion is a social phenomenon in the history of human civilisation. It can be defined as the adoption of religious beliefs that differ from the convert's previous beliefs. It involves adopting a new religious identity, or changing one's religious identity. Conversion requires internalization of the new belief system.

Historical and current incidents both teach us that people convert to a different religion for various reasons, including: active conversion by free choice due to a change in beliefs, secondary conversion, deathbed conversion, conversion for convenience and marital conversion, and forced conversion such as conversion by violence or charity.

Conversion or affiliation for convenience is an insincere act; it may occur for various reasons such as a parent converting to enable a child's admission to a good school associated with a particular religion, a person adopting a religion more in keeping with the social class they aspire to be in or a person in an inter-religious marriage a spouse converting to the religion of the spouse.

Forced conversion is adoption of a different religion under duress. The convert may secretly retain the previous beliefs and continue, covertly, with the practices of the original religion, while outwardly maintaining the forms of the new religion. Over generations a family forced against their will to convert may wholeheartedly adopt the new religion.

Sree Sree Thakur Anukulchandra (1888-1969), the prophet of current age never supported or promoted conversion. He mentioned convergence is better than conversion.

According to Him conversion means:

"***Conversion ever diverts traditional trail with denial of former Advents—***

the leading Masters of becoming,

but convergence makes all united and inter-interested

and makes them keep up the inter-unison of the Prophets according to the ages

with progressive run of life creating fellow-feeling from man to man."[1]

In other discussions He mentioned that conversion means some type of verbal allegiance towards a specific religion in an enticement to fulfil the passion tinted complex after disregarding original connection with libido (libido is best translated by 'craving'). But in convergence, prophet according to the ages can provide the formula for leading a good life for man to man and woman to woman and can unite all inter-interested.

In the 1st para of His only hand written book Satyanusaran, He mentioned:

*"**Oh Mankind! If you desire to invoke your good, forget sectarian conflict. Be***

regardful to all the past Prophets. Be attached to you living Master or God and take only those who love Him as your own. Because all the past Prophets are consummated in the divine Man of the present*"*

For this reason, people from all faiths including Christians, Hindus and Muslims came to Him and accepted Him as their love lord without diluting their identities. Whenever any Muslim, Christian and Hindu came to Him, He always preached them to be a true Muslim, a true Christian, and a true Hindu. Although over the recent few hundred years' one can see that many religious conversions have happened within major faiths like Christianity and Islam, Sree Sree Thakur firmly believed and personified that past prophets, Lord Jesus or Prophet Mohammed Themselves never supported conversion.

Few incidents and discussions with Sri Sri Thakur and His devotees will be mentioned here to bolster this view.

On 12th April 1946, Sri Sri Thakur was discussing about the negative impacts of religious conversions with of one of His American devotee, Mr. Spencer; during conversation Sri Sri Thakur has asked him to verify what is mentioned in St. Mathew's Bible about conversion; Mr. Spencer found as follows:

"Woe to you, you impious scribes and pharisees! You traverse sea and land to make a single proselyte and when you succeed you make him a son of Gehina, twice as bad as yourselves." St. Mathew, 23:15

Jesus used the term 'Gehina' as an illustration of hell. So He is saying that converted person is like a son of hell. This statement in Bible clearly acknowledges that Jesus also condemned about conversion.

Like all the past prophets' Sree Sree Thakur promoted fulfilling initiation rather than conversion. Fulfilling initiation is the complete surrender to Superior Beloved out of love for the existential survival and growth. It is completely different from conversion. Fulfilling initiation does not allow us to leave the traits, leave the guru, leave the culture, rather it fulfils all the past traits which have been acquired over the generations in the form of the prophet of time. While conversion promotes betrayal, fulfilling initiation promotes adherence with all the past traits along with attachment with prophet of the age.

In Bible Jesus Himself has mentioned regarding the restoring the principles and traits of past prophets/Gurus:

"***Think not that I came to destroy the law or the teaching of the prophets; I come not to destroy but to fulfil***" St. Mathew, 5:17

Regarding importance of initiation, Jesus mentioned in Bible:

"***Verily, verily, I say unto thee. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the Kingdom of God."***

Jesus described the process of Baptism in terms of '*born of water and the Spirit*'. In other words, unless someone is baptised he cannot enter into the Kingdom of God.

In the similar context, Sree Sree Thakur mentioned the term 'Dwiiikaran' (a new word), it means the second birth following initiation of Superior Beloved i.e. Satguru.

About fulfilling initiation in Bible:

"Every scribe, who has become disciple of the realm of heaven is like a house-holder, who produces what is new and what is old from his stores."

St.Mathew 14:51

That means, a person who is initiated in the most fulfilling Ideal, the One who has got the knowledge of all the past prophets along with the knowledge of all current age problems.

Similarly, during discussions with His prominent Muslim devotees including Mohamed Khalilar Rahaman Sri Sri Thakur put forward the Ideas of complete eradication of Sectarian Conflict.

The meaning of the word 'Islam' in Arabic means the complete surrender to Superior Beloved and obedience to His law.

According to Quran,

"***The religion of Islam is as wide in its conception as humanity itself. It didn't originate from the preaching of the Holy Prophet Muhammad, but it was equally the religion of the prophets who went before him. Islam was the religion of every prophet of God who appeared in any part of the world"***

If we understand the meaning of Islam correctly, then we can understand that it is nothing but the religion of survival and growth. Sree Sree Thakur Anukul Chandra has advocated the same principles.

Regarding disregarding of the doctrines of past prophets, following messages are mentioned in in the Sura 4:150, 4:151 and 4:152 in the Holy Quran:

[4:150] Those who disbelieve in GOD and His messengers, and seek to make distinction among GOD and His messengers, and say, "We believe in some and reject some," and wish to follow a path in between;

[4:151] these are the real disbelievers. We have prepared for the disbelievers a shameful retribution.

[4:152] As for those who believe in GOD and His messengers, and make no distinction among them, He will grant them their recompense. GOD is Forgiver, Most Merciful.

Here the quotation 'who disbelieve in GOD and His messengers' meant disregarding someone's own religion or belief, in other words disregarding past creed. And the meaning of the quotation "We believe in some and reject some," is to forget past creed, in other word convert from old religion to new religion.

Regarding adopting fulfilling initiation and accepting Him:

'If you love Allah (God), then follow me, Allah will love you'

Few more quotes regarding utilities of initiation of a Supreme beloved:

"There can be no love of God without active service. We cannot go to heaven by mere talk. We must practise righteousness. When God sends grace to man, he begins to obey the call of Guru. Here ye all, this is the way to cure disease. "
--Guru Nanak

"The aspirant must be initiated into the mysteries of spiritual life only by a master who has realised God. It is only a burning lamp that can light other lamps. Initiation forms the first step In spiritual life. Nor is the God to be realised merely by strenuous independent thinking by mastering various sciences. Enlightenment is impossible without a Guru"

(Maharastra Saints and their Teachings)

- Krishnarao Venkatesh Gojendragadkar

From these discussions we can acknowledge that all the prophets in the past and present actually never promoted conversion because they always came to fulfil the past. Rather, all the past prophets and the current prophet, Sree Sree Thakur Anukulchandra has mentioned that fulfilling initiation with the Supreme Beloved is first the step towards the spiritual world or the kingdom of heaven and towards the leading of a meaningful prosperous life.

In conclusion, it is certainly worth for every individual, irrespective of faith, race and nationality to explore the life and teaching of Sree Sree Thakur Anukulchandra in order to understand the concepts of survival and elevation in life.

"God is One,

Dharmma is One,,

Prophets are same,

Servers of the One"

--- Sree Sree Thakur Anukulchandra.

References

1. Message Vol II
2. The Quaran 4:150, 4:151
3. The Bible 29:15
4. Satyanusaran
5. Islam Prasange

Vande Purushottamam

Sri Sri Thakur on Law and Justice

Sthiti Dasgupta

Research Scholar, Faculty of Law

BHU, Varanasi

Being a law student I have often come across the saying "law is the last chapter of sociology." Law should enter into the realm of societal norms when all other options have failed. But apparently we can say that this is not actually happening. Law has entered into every phase of life. But has it been successful to control the society. Does it happen to us that we are gifted with a society where mishappenings seem the least? Rather it's been the opposite.

Law has to be for the existential upliftment of human beings. Men is not for law, rather law is for men. But if we analyse the existing laws maximum of them don't satisfy the existential requirement. Any law which satiates the nature is in actual sense a living law.

For an instance if we take the marriage laws; it is one of the most distorted in the present days. Sri Sri Thakur who asserted on man making as his mission has emphasized on the importance of marriage and termed it as one of the fundamentals beside *diksha* (initiation), and *Shiksha* (education). Alas! All three seems to be in a quirky state. Law has entered into education and marriage issues but both of the institutions have turned into a more or less contracts where existence gets defeated at every step.

If we take the example of marriage; it is fundamental behind man making because it determines the future. But now a days all the incompatible practices have seeped into our system which does not promote a healthy marriage; rather it pushes the passionate impulses of human beings. Obviously law which is supposed to stop distortions is promoting evils.

The law which we see these days actually does not go along human nature. Sri Sri Thakur says "That which is laid down in nature is law."(The Message, vol. IV)The natural law is impregnated in human beings from its inception to end. According to the supreme beloved Sri Sri Thakur, the being and becoming of man is very much there in nature. To know that and to use it propitiously is the work of law. He also says "Law rolls on mingled with nature, first know and collect it with due test and then use and observe it for your existential propitiousness which is apt for you, then it is a blessed boon of providence.(The Message, vol. IV)

But who should actually be authorized to make laws. Sri Sri Thakur clearly points out that "Those who are omniscient; the authority to administer is rightfully theirs; by the rigours of nature."(Bidhan Binayak)

The purpose of law should also be of prime concern as it serves an aim and creates impact upon society. What Sri Sri Thakur says here has to be understood minutely- "The very purpose of creating laws is to ensure that the people in general can live in mutual happiness, peace and development and their daily lives be full of being and becoming."(Bidhan Binayak)

Whenever law is made according to the whimsical ideology of framers who

themselves do not hold any "Living Ideal" in their life; then that law naturally brings disastrous effect on the society. Law framers have to be very much disciplined and they must have a living ideal in their life because they are liable for the state of society. Sri Sri Thakur says in this aspect "Where the sovereign is deviant, wrecked by passionate complexes; there, those subject to their governance and administration; they, despite not willing themselves by the convoluted machinations of time are forced to surrender. (Bidhan Binayak)

Thus, instead of being guided by wayward passions, if an Ideal (fulfiller the best) becomes their guiding center it won't be wrong to say that they will come above all passion tainted decisions and law framed by them will definitely bring happiness and prosperity to everyone.

But it has to be very keenly understood that satisfaction through good laws and decisions is a very abstract thought and welfare of the society is a far sighted dream unless and until there is transformation of the individual .Because it is the individual that performs the varied roles. First change should come in an individual, naturally, who will bring it to the society. Least the laws; the better. Because law is the means to an end and that is "welfare of individual." And that serves best when the individual goes through character transformation. It is possible only through unicentral, unflinching attachment towards a Living Ideal as that love towards Ideal will guide him to his 'welfare'-which is the prime motive of law of nature.

Vande Purushottamam!

Indispensability of a Living Ideal in Man Making - The fundamental basis of National Building

Sushant Mohanty

MSc (Information Technology)

DAR -es –Salaam

Tanzania

The title of the article encircles three major words: Indispensability, Living Ideal and National Building.

It is a well-known saying that: **Nothing is indispensible in life**. But we come across many such things like:

To survive - respiration is indispensible and to grow nourishment is indispensible and so and so forth. There is other host of examples, such as, forbidding smoking is indispensible for a person suffering from lungs disease or prohibiting from eating sweets is also indispensible for a highly diabetic patient. Motherly nursing is indispensible for a new born baby. But these deeds are well recognized and realized as indispensible by one and all, because the question of survival is in stake.

But here a big question comes to my mind: Does the scope of **Indispensability** is restricted to one's mere SURVIVAL only. OR the scope of the term '**SURVIVAL'** needs to be broadened. To survive is to move towards **Being and Becoming**. The more we magnify the scope of Survival; the gamut of indispensability will increase. To sustain the being and becoming is to follow a set of certain principles and processes. Any organization, association, functional bodies is regulated and administered by following some processes. Technologies, machinery appliances operate by following certain paradigms. We can say that, these guidelines for sustainability are well transcribed in various books, scriptures and the same can be embraced as guiding agents are indispensible. **But is it satisfactory to accept that books and scriptures are the sufficient enough to serve as a guiding factor each and every walk of life**?

Before responding to the above query let's take few examples: If someone is asked to follow the cricket or football match going through newspapers, radio commentary, live telecast and watching the match **LIVE** in stadium. Obviously the preference for the same will go in the reverse order as is mentioned above. Similarly given an option to choose to take some critical health advice from the expert's book or publication or to consult a local physician may be with less expertise (compared to the publication), the choice will be visiting the local physician. To seek an admission to an on-campus study is preferred then a distance course just for the simple reason to take the lecture from the **LIVE** instructor and many more such examples can be cited. **But a big why?**

Does the non-living measures do not carry all the vivid information and knowledge to suffice the requirement. OR it is inner hankering of each and every instinct to get drawn to the LIVE acquaintance to get the clarity on the matter. OR the quest for anything gets a meaningful assimilation; the moment abstract knowledge gets a realistic, lucid and simplistic touch. The

books and scriptures can expand the horizon of knowledge but certainly for sure can't act as an agent to hike the tempo of being positive, motivation, inspiration, rejuvenation, and energetic, thrilling, progressiveness can be realized from the live environment. We are moving closer to understand that live source is all-time better than a dead (non-living) source. At this juncture, it is worthwhile to recall one famous statement of novel laureate Dr. Alex Carrel – "It is impossible to love an extraction, one will sacrifice oneself for one's own leader but not for an idea… man will never enthusiastically obey the laws of rational conduct unless he consider the laws of life is the command of **personal god**. We need god who hears us, ;loves us and respond us"

The personal god in the above quote refers to the **Living Ideal,** otherwise can be said as **Embodied Ideal,** who acts like a role model in one's life. The personal touch of a teacher for students, living love of parents to offspring, visiting a live pyramid gives immense pleasure, then seeing a picture and there can be such numerous examples to prove Indispensability of Living Ideal (Guiding instrument)

WHO CAN BECOME THE ROLE MODEL OR LIVING

Parents, Social reformers, Teachers, Intellectual personalities, may be experts of a specific field etc. Before concluding the right personality let us just ponder who can appropriately be the Living Ideal.

Human beings want to enjoy the life. The sources of enjoyment are the human complexes, which in turn, lead to ill fate. If these complexes are well adjusted in the light of ideal centric life, then it becomes enjoyment in true sense. That's why these complexes can't be said as unnecessary for being and becoming. Everything has got its own positive and negative sides. By bookish knowledge, preaching, yoga practice or any other means the complexes can not be adjusted. For this it is required to have **active affinity to a supreme personality** who has mastered to govern the complex to its best. This kind of person is described as ACHRAYA – [HE who does and demonstrates to the followers]. The purushottam [fulfiller the best] , Sadguru [True Master] can be described as Achraya. He is omnipresent, formless, integrated personality, immensely powerful, omniscient, ever conscious, ever truthful, ever magnanimous, supreme beloved and resolved personality. Who doesn't cause grief to anyone in any form, yet doesn't indulge evil. HE who tries by strength, skill or tact for the welfare of all the creatures. A person who has light Ego. Upholding the being and becoming in every situation and materialized form of bliss. Did anyone's parents, any social reformer, and teacher, intellectual personalities carry such qualities?

According to Swami Vivekananda: There are some special class of world teacher, when they command the lowliest of low become MAHATMA, the highest form of GODHOOD.

In response to the query - how to identify such personalities to Sree Sree Thakur Anukulchandra opines that - He who sits in the neglected corner of the world being wisely foolish, gorgeously simple, and abnormally normal with an atom bomb of love in HIS hand.

Like Sree Sree Ram Krishna Paramahansa transformed Narendranath to Vivekananda,

Guru Ram Das transformed Great warrior Shibaji, Guru Chanakya evolved Ashoka the Great. These role models come in different ages as redeemer to mankind in the form of Prophets or World teacher.

Human beings are units of the Nation. All the plans and programs fail to work if the human being is not reformed. Reformation is possible by following live redeemer. Describing the role of Satsang Organization, its founder and life center of this organization Sree Sree Thakur Anukul Chandra said – "Satsang is man making industry"**.** Each being has to be reformed and every house needs to be reconstructed by active and un-tottering adherence to the Living Ideal. Building the Nation need not require any separate effort. The word **Nation** is otherwise known as **DESH is derived from the word "AADESH" means** commandments or orders from the Living IDEAL.

HENCE NATION BUILDS UP with the guidance of LIVING IDEAL WILL move towards perfection.

Towards a New Life

Riddhi Dipan Dasgupta

Integrated Masters Degree (English)

Agartala, Tripura

It was a day like any other, nothing special. A light breeze blowing, almost lulling one to sleep. It was high noon and a summer haze ensured that not many were out except for the usual bunch of vendors and the occasional customers, probably sent against their will by nagging mothers or wives to fetch some other regular necessity they could care no less about. Vehicles would pass by raising dust and wind that came as a regular break from the monotone of silence. Quite used to these diurnal spells of inactivity, the shopkeepers have long formed a habit of having small talk amongst themselves or the occasional passersby. As it happens with all such instances, certain spots are selected as haunts of the gossipmongers where one may have heated debates on topics high and low to while away their time (which they seem to have in quite abundance); in a similar vein the shabby sweet-stall of Makhan serves as the gossip hub of this locality. Negligible lighting, walls made of bamboo strips woven and stitched, a thatched roof, smoke rising from the earthen stoves all day long, this shoddy place, usually too congested for comfort, bore witness to more happenings than a paid network could. It was the biggest access point for the village grapevine.

However, at this hour, even a place like Makhan's can have its relative quietude – not exactly silence, rather an absence of the usual auditory onslaught on the senses. In the absence of such ruckus, the lot that visits this hour tends to have more toned more meaningful exchanges. Right now, four friends seem to be having just such a lively conversation.

One of them announces, "You know, my brother keeps pestering me to take 'diksha'. I honestly dunno what to do."

"Wow Amit! The heck's up with your brother?"

Another friend says, "Man, a worse way of spoiling life hasn't been known. Don't even think about it. The horror! A saffron-clad, ash-smeared Amit. Creeeeps! I second Sudhir, what the heck's up with your bro?"

The fourth friend, though, was silent. Sudhir immediately picked up on this and remarked, "Well, well, well, what do we have here? Don't tell me Arijit Mahashay disagrees with us? Interesting…planning to be a Babaji are we?" This leads to roaring laughter.

Arijit intended to keep silent, but this was going too far. He finally retaliated, "Do you guys even know what you speak of? You, Sandip, do you seriously believe that following a spiritual path is the worst form of degrading oneself? I mean, c'mon, look around you – all these guys drinking, gambling, whoring, wasting their lives on drugs and chasing women that won't even look at them, such abysmal degradations of character, of nature, of personality, stinking, decaying, rotting, infectious secretions of society…you seriously intend to tell me that they are better off?"

Everyone was struck dumb at this outburst, but before they could come up with something, he continues, "And more importantly, do you really think that the path of spirituality consists of merely smearing ash and wearing a different set of cloths? How simplistic…or should I say idiotic?"

They realized they must have pressed a raw nerve but this was still kind of an overreaction. Sudhir protested, "Bhai, really? I mean, yeah, Sandip spoke out of line, and I am sure he is sorry for that, we all are; but still you can't deny that blindly following some old man around, whom you don't even know, all this renunciation stuff, dharma-karma, giving up all tastes in life, that's a serious waste of life!"

Arijit replies, "You know what the problem with us is? We all have these preconceived notions where the path of spirituality is concerned and we just judge everything based on those. You used the word 'Dharma'; do you even know what it means?"

"What else − religious practices, meditation, chakra-fakra, bathing in some holy river, all that stuff," replied Sandip with a hint of derision.

Arijit smiled before continuing, "You see, right there is your problem. All these are parts that in your mind have overtaken the whole. And yet you speak as if you know it all.

"The word dharma comes from the root 'dhri' and means to uphold, to nurture and to nourish. More simply said it means Being and Becoming.

"Living isn't just breathing, or doing the same stuff day in and day out. No. Living, in accordance with the principle of Dharma, is to live and thrive, continuously growing; whatever I am today, I'll be something more tomorrow, probably learn some new stuff or just find a new way of observing things. In speech, in thought, in action, I cannot stagnate; rapidly progressing forward, an existence that everyone looks up to. And not just alone.

"I'll take everyone else along. If my brother is a vendor selling the same stuff each day, it shall be my responsibility to help him expand his business. If he is a student I shall inquire about the difficulties he's facing and try and provide what he needs, whether it be better kits or forums to discuss.

"Neither stagnating, nor selfishly going forward. Being and Becoming is about aiming high and taking all others with oneself, all vying for an elevated state of existence."

This was proving really strange. The entire shop was silent. Suddenly, the shop-owner Makhan asked, "But Arijit, can I not do the same without having to follow some hermit or such?"

Arijit replied, "Makhan kaka, tell me, can the beggar child across the street make sweets as good as yours?"

Makhan smiled, "Impossible. In this entire village no one can make sweets as good as mine."

"Sure, we all can attest to that. But still, what if you teach him personally?"

"Might work. My hands are supposedly magic after all."

Everyone laughed hard at this. The shop-owner was quite well-known for his sense of humour. Makhan looked on with a smile and waited a bit before continuing, "I get your point. The child without me is nothing, but in my hands at least has a chance to make it big."

Sandip interjected, "But what if he is a hopeless idiot? It's a waste either way."

Arijit countered, "At least he gets a chance to try out his luck. Without a master he has no option, and we may never know what could have been."

It was Amit who interrupted this time, "Well-spoken. But if you take a fool to Einstein, would he get anything?"

Arijit was glad to have Amit finally speaking up. This meant his words were having an effect. He replied, "Amit, you mention Einstein. You know, Einstein once said, "*If you can't explain it to a six year old, you don't understand it yourself"*. A true master is someone who has realized in practice what He teaches. So do you think He cannot teach a fool if he wishes to?

"A truly great teacher guides you based on what you are, and how much you can process. There are various levels of teachers, but the highest level is of the *Purushottam* − He is the fulfiller of all in accordance with their instincts, not in defiance thereof, the reason such a master is described as Vaishishtyapali Aapurayamaan."

"But how do we recognize Him?" asked Amit. Something within him has been stirred, but there were still too many questions in his mind.

Arijit smiled. "There are three features of a Purushottam. He is gorgeously simple, wisely foolish and abnormally normal.

"As to how you would know Him, that is difficult. Fortunately this quest isn't yours alone. There have been a million others who have searched. All you need to do is to go through their experiences or the teachings of their masters and see whose teachings seem to address every single problem of their time effectively; you would find a common strand as if they carry forth the same tradition re-presented for the time they address.

"The question to be asked, though, is that even if one were to point someone out and say that master is the Purushottam, would you simply believe it?"

Amit hesitated a bit before saying, "I dunno. Won't I be able to tell the difference if I see?"

"Not unless He wills it so."

"You tell me what I should do." Amit was frankly exhausted by now; this was going round and round in circles. Just when he thought he had some hope they reach such an impossible paradox.

Sandip and Sudhir were interested too as was anyone else listening.

Amit replied, "You keep inquiring. Even if a shred of doubt persists you are done for. So you ask and you ask. And you keep serving your master actively. Even if your master is not the Supreme, your love and service shall guide you forth, and in this life or the next you shall reach Him.

"With surrender and love, if you find a true master, by the will of the Supreme Lord you shall be guided well."

Amit was lost deep in thought. These words had an effect on him like nothing else before. The rest of them had similar expressions as well, even Sandip.

It was Makhan who spoke first. "I never thought this way before. But I must say − can surrender really be so easy?"

Arijit replied, "Of course not. Surrender in its truest sense is difficult to achieve and is actually the result of a process that takes much time. It is a process with various succeeding stages and if at any moment the chain is broken, the eventuality is never reached.

"There's a Sanskrit verse that goes like this:

Sangyaat Sanjaayate Shraddhha,

Shraddhhayaa Drishtishuddhhataa,

Drishtishuddhherhi Vishvaasah,

Vishvaasaat Nirvichaarta,

Nirvichaaraat Bhavet Prem,

Premnashchaatmasamarpanam||

"With proximity and association respect may develop. Once respect develops the perspective changes, cleanses itself; and with a clearer and purer manner of observing, unclouded by preconceptions, in due time, trust is born. With trust, slowly begins the development of stopping being judgemental; and if the chain continues unbroken, the next stage is Love in its truest sense; and gradually with True Love comes True Surrender."

Makhan's aged eyes seemed to glow with a spark. He felt like he was almost on the brink of something sublime but Arijit was withholding intentionally. So he asked, "What's the end result of it all? If I really do find such a master and manage to somehow surrender myself unto Him, what does it exactly do for me?"

Arijit could easily guess what was going on, so he smiled and replied, "By this process you make a man who has mastered all complexes the central pivot of your life. All your complexes, all your thoughts, all your speech, action, everything revolves around Him and reflects Him. With Him as your centre, you shall be able to overcome your own complexes, on your way to becoming a complete man."

Amit had one last question. "What is the need for diksha? If I have respect shouldn't it suffice?"

Arijit replied, "Diksha comes from the root 'diksh' meaning to consecrate, to initiate, to prepare. Diksha is a holy ritual of initiation by which a person is accepted as a disciple of the Lord, and that person accepts the Lord as his master from the entirety of his self, in thought, in speech and in action. You may say that during Diksha a seed is sowed which shall later be watered and the eventual harvest from it provide supreme bliss to one and all.

"It is like the person is born anew. The depth of the relation that develops this way, do you really believe a mere sense of respect can match it? It is like the difference between a married and a kept woman!"

The power of these words struck a chord all around the room. No one moved

for a while. Finally Amit asked, "Can you…could you probably guide me to such a One?"

"All I can do on my part is to tell you that from the experience of my entire life and that of my family and every single fellow disciple I have ever interacted with, I am absolutely sure that my Master, Shree Shree Thakur Anukulchandra is the Purushottam of this Age. And I believe that if you were to come to Him, to accept Him as your Supreme Master, to sincerely live exactly as He wished us to live, your life shall be an example for millions to follow.

"So, what do you say?"

It seemed like Amit had found a new life. He immediately jumped up and proclaimed, "No questions about it. I'll hesitate no longer. Life is too darn short for that. Tell me when can I take diksha?"

"It can be right now."

"No need for baths and all?"

"No. I just need to take you to a Ritwik, who shall be the Lord's medium for your initiation."

"Please, lead the way."

Arijit laughed and got up. Suddenly Makhan spoke up, "Wait! I too would like to be initiated. It'll take five minutes to wrap things up here. I'm coming with you." It was as if a dam was broken as Sudhir too expressed the same view. One or two of the other listeners in the shop also wished to be initiated.

Arijit looked at Sandip who was still hesitating. Smiling, Arijit said, "Brother, an entire life goes waste tarrying. You know I speak no lies, and you heard how crucial diksha is for us. When all your brothers are being blessed by the Supreme Grace, why be left behind?"

Sandip looked long at him, and finally said, "You know I really do respect you, even more from today. If you say it's good, it must be good. But am I ready?"

Arijit smiled, "No one's ever ready. Brother, by virtue of your trust in me, I say take this leap of faith and see for yourself how great it is."

Saying this, Arijit extended his hand towards Sandip, who couldn't help but smile as he grasped it and followed along towards a new life.

Information for the Contributors and Subscribers

For writers:

1 .“Bliss” is a multilingual magazine. You can write in any language you are comfortable with, but the font should be in that particular language only.(Primary languages being Bengali, Hindi, Odia and English)

2. The write-ups, starting from articles, poems, short stories etc related to Dharma, Spirituality, Education, Marriage or any other subject of life and growth are cordially received.

3. In order to maintain the ideological viewpoint and standard of the magazine, the Editor always reserves the privilege of editing the writing which may include change of words, omission or extension of any part or reorientation of the writing without seeking any permission from the author.

4. Ideological writings may be sent through mail in the following id:

kbthebliss@gmail.com

For Subscribers:

1. “Bliss” is a multilingual magazine which can be easily accessed free of cost in issue.com.

2. Also, the Facebook official page of the Bliss wil be keeping all the subscribers updated about its latest release.

EDITORIAL

Bliss! A new beginning!

As the winter bids adieu for the year and spring knocks the door, a new beginning is being felt in the air. This is the time which heralds a new season, a new beginning. A series of celebrations and festivities go on throughout the nation, welcoming the new year according to individual characteristics of that particular region.

On this auspicious occasion, I am feeling immense joy to present in your hands the first issue of the multilingual monthly e-magazine "Bliss".

Sri Sri Thakur, the Prophet of the Age, is the harbinger of a new era. HIS advent marks the resurrection of the existential path, long forgotten. In this age of Science, the Lord has blended the elixir of Science with the nectar of devotion and Spirituality. His all fulfilling dicta provide solution to every problem there is. HIS ideology will prove to be a guiding light for millions of grief stricken individuals for centuries to come.

The Nababarsha Utsav ushering the new year and 307th All India Satsang Ritwik Conference will be held at Deoghar. It's going to be a huge festival. Let this new year mark a new beginning by the immense mercy of Sri Sri Thakur, and may everyone's life be filled with peace and happiness.

BLISS MAY COME!

Keep yourself awake,

Wait eagerly and wistfully

With enchanted earnestness,—

Bliss may come,

Smile may bloom,

Fate may unfold !

(The Message Vol 1)

Jai guru!

Dr. Anurag Nath (Kritiranjan)